প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৩, মে ১৯৫৬
তৃতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, নভেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩। মুদ্রক : কাজল ভাওয়াল। ডায়নামিক প্রিন্টার্স, ২৪-এ বাগমারি রোড, কলকাতা-৫৪।



জীবনানন্দ দাশ

প্রকাশকের নিবেদন

জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত কবিতাসমূহ থেকে নির্বাচন করে সম্প্রতি কবির আরো তিন কাব্যগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে—'সুদর্শনা', 'মনবিহঙ্গম' ও 'আলোপৃথিবী'। বর্তমান সংস্করণের সূচিপত্রে *-চিহ্নিত কবিতাগুলি ওই তিন গ্রন্থের অন্তর্গত; নির্বাচন করে দিয়েছেন শ্রী অশোকানন্দ দাশ। তন্মধ্যে 'মনবিহঙ্গম'-এর ৬-টি কবিতা (একটি নক্ষত্র আসে, এইখানে সূর্যের, তোমাকে ভালোবেসে, সে, অদ্ভুত আঁধার এক, দু-দিকে) এই গ্রন্থের পূর্ব-পূর্ব সংস্করণে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত-রূপে চিহ্নিত ছিল। 'সুদর্শনা'র অন্তর্গত ৬-টি কবিতা (তুমি আলো, তোমায় আমি দেখেছিলাম, তোমায় আমি, সবার ওপর, ইতিবৃত্ত, এখন ওরা) এবং 'আলো-পৃথিবী'র অন্তর্গত ৯-টি কবিতা (সময় মুছিয়া ফেলে, কেন মিছে নক্ষত্রেরা, রবীন্দ্রনাথ, অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে, আলোক পত্র, কার্তিক-অঘ্রাণ ১৯৪৬, আশা-ভরসা, উপলব্ধি, আলোপৃথিবী) বর্তমান সংস্করণে নতুন সংযোজন।

সূচিপত্রের **-চিহ্নিত কবিতাগুলি অদ্যাবধি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

কবিতা কী এ-জিজ্ঞাসার কোনো আবছা উত্তর দেওয়ার আগে এটুকু অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারা যায় যে কবিতা অনেক রকম। হোমারও কবিতা লিখেছিলেন, মালার্মে র‍্যাঁবো ও রিলকেও। শেক্সপীয়র, বদলেয়র, রবীন্দ্রনাথ ও এলিয়টও কবিতা রচনা করে গেছেন। কেউ-কেউ কবিকে সবের ওপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেন, কারো-কারো ঝোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস— শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।

বিভিন্ন অভিজ্ঞ পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গে যুক্ত থাকা দরকার কবির, কবিতার সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকেরা কী ভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন করছেন— এবং কী ভাবে তা করা উচিত সেই সব চেতনার ওপর কবির ভবিষ্যৎ কাব্য, আমার মনে হয়, আরো স্পষ্টভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পেতে পারে। কাব্য চেনবার আস্বাদ করবার ও বিচার করবার নানারকম স্বভাব ও পদ্ধতির বিচিত্র সত্যমিথ্যার পথে আধুনিক কাব্যের আধুনিক সমালোচককে প্রায়ই চলতে দেখা যায়, কিন্তু সেই কাব্যের মোটামুটি সত্যও অনেক সময়ই তাঁকে এড়িয়ে যায়।

আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিস্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য— কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়। কিন্তু কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার, কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ-তারতম্যের, সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয়।

নানা দেশে অনেক দিন থেকেই কাব্যের সংগ্রহ বেরুচ্ছে। বাংলায় কবিতার সঞ্চয়ন খুবই কম। নানা শতকের অক্সফোর্ড বুক অব ভর্সের সংকলকদের মধ্যে বড়ো কবি প্রায়ই কেউ নেই, কিন্তু সংকলনগুলো ভালো হয়েছে; তবু পুরোনো কাব্যের বাছবিচারে বেশি সার্থকতা বেশি সহজ, নতুন কবি ও কবিতার খাঁটি বিচার বেশি কঠিন। অনেক কবির সমাবেশে একটি সংগ্রহ; একজন

কবির প্রায় সমস্ত উল্লেখ্য কবিতা নিয়ে আর-এক জাতীয় সংকলন ; পশ্চিমে এ-ধরনের অনেক বই আছে ; তাদের ভেতর কয়েকটি তাৎপর্যে— এমন কি মাহাত্ম্যে প্রায় অক্ষুণ্ণ। আমাদের দেশে দু-একজন পূর্বজ (উনিশ-বিশ শতকের) কবির নির্বাচিত কাব্যাংশ প্রকাশিত হয়েছিলো ; কতদূর সফল হয়েছে এখনও ঠিক বলতে পারছি না। ভালো কবিতা যাচাই করবার বিশেষ শক্তি সংকলকের থাকলেও আদি নির্বাচন অনেক সময়ই কবির মৃত্যুর পরে খাঁটি সংকলনে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোনো-কোনো সংকলনে প্রথম থেকেই যথেষ্ট নির্ভুল চেতনার প্রয়োগ দেখা যায়। পাঠকদের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ-স্থাপনের দিক দিয়ে এ-ধরনের প্রাথমিক সংকলনের মূল্য আমাদের দেশেও লেখক পাঠক ও প্রকাশকদের কাছে ক্রমেই বেশি স্বীকৃত হচ্ছে হয়তো। যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি তাঁর কবিতার এ-রকম সংগ্রহ থেকে পাঠক ও সমালোচক এ-কাব্যের যথেষ্ট সংগত পরিচয় পেতে পারেন ; যদিও সে পরিচয়লাভ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।

এই সংকলনের কবিতাগুলো শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করেছেন, তার নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাস-সাধনে মোটামুটিভাবে রচনার কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।

কলকাতা
২০. ৮. ১৯৫৪

জীবনানন্দ দাশ

সূচিপত্র

ঝরা পালক

নীলিমা ১১
পিরামিড ১২
সেদিন এ-ধরণীর ১৪

ধূসর পাণ্ডুলিপি

মৃত্যুর আগে ১৭
বোধ ১৯
নির্জন স্বাক্ষর ২৩
অবসরের গান ২৫
ক্যাম্পে ৩১
মাঠের গল্প ৩৪
সহজ ৩৯
পাখিরা ৪১
শকুন ৪৩
স্বপ্নের হাতে ৪৩

রূপসী বাংলা

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ৪৬
আকাশে সাতটি তারা ৪৬
আবার আসিব ফিরে ৪৭
গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে ৪৮
এখানে আকাশ নীল ৪৮
দূর পৃথিবীর গন্ধে ৪৯
সন্ধ্যা হয়— চারিদিকে শান্ত নীরবতা ৪৯

বনলতা সেন

ধান কাটা হ'য়ে গেছে ৫০
পথ হাঁটা ৫০
বনলতা সেন ৫১
আমাকে তুমি ৫২
তুমি ৫৩
অন্ধকার ৫৪
সুরঞ্জনা ৫৬
সবিতা ৫৭

[illegible]চেতনা

* আবহমান ৫৯
* ভিখিরী ৬৩
* তোমাকে ৬৪

মহাপৃথিবী

হাজার বছর শুধু খেলা করে ৬৫
শব ৬৫
হায় চিল ৬৬
সিন্ধুসারস ৬৬
কুড়ি বছর পরে ৬৮
ঘাস ৬৯
হাওয়ার রাত ৭০
বুনো হাঁস ৭২
শঙ্খমালা ৭২
বিড়াল ৭৩
শিকার ৭৪
নগ্ন নির্জন হাত ৭৫
আট বছর আগের একদিন ৭৭

* একটি নক্ষত্র আসে ৮০
* জর্নাল : ১৩৪৬ ৮১
* পৃথিবীলোক ৮৩
* মনোকণিকা ৮৪
* সুবিনয় মুস্তফী ৮৬
* অনুপম ত্রিবেদী ৮৭

সাতটি তারার তিমির

আকাশলীনা ৮৮
ঘোড়া ৮৯
সমারূঢ় ৮৯
নিরঙ্কুশ ৯০
গোধূলি সন্ধির নৃত্য ৯১
একটি কবিতা ৯২
নাবিক ৯৪
ক্ষেতে প্রান্তরে ৯৫

রাত্রি ৯৭
লঘু মুহূর্ত ৯৮
নাবিকী ১০০
উত্তরপ্রবেশ ১০২
সৃষ্টির তীরে ১০৪
তিমিরহননের গান ১০৫
জুহু ১০৭
সময়ের কাছে ১০৮
জনান্তিকে ১১০
সূর্যতামসী ১১২
বিভিন্ন কোরাস ১১৪

বেলা অবেলা কালবেলা

মাঘসংক্রান্তির রাতে ১১৭
সূর্য নক্ষত্র নারী ১১৮
**তবু ১২০
**পৃথিবীতে ১২২
**এই সব দিনরাত্রি ১২৩
*এইখানে সূর্যের ১২৭
**লোকেন বোসের জর্নাল ১৩১
*তোমাকে ভালোবেসে ১৩৪
**১৯৪৬-৪৭ ১৩৫
**মানুষের মৃত্যু হ'লে ১৪০
**অনন্দা ১৪৩
**যাত্রী ১৪৬
**স্থান থেকে ১৪৭
*সে ১৪৮
**রাত্রি দিন ১৪৮
**আছে ১৪৯
**দিনরাত ১৫০
**পৃথিবীতে এই ১৫০
*অদ্ভুত আঁধার এক ১৫২
*দু দিকে ১৫২
*তুমি আলো ১৫৩
*তোমায় আমি দেখেছিলাম ১৫৩

*তোমায় আমি ১৫৪
*সবার ওপর ১৫৫
*ইতিবৃত্ত ১৫৬
*এখন ওরা ১৫৭
*সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে ১৫৮
*কেন মিছে নক্ষত্রেরা ১৫৮
*রবীন্দ্রনাথ ১৫৯
*অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে ১৬১
*আলোক পত্র ১৬৩
*কার্তিক-অঘ্রাণ ১৯৪৬ ১৬৪
*আশা-ভরসা ১৬৪
*উপলব্ধি ১৬৫
*আলোপৃথিবী ১৬৭

নীলিমা

রৌদ্র-ঝিলমিল
উষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে-বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে।
উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লীবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি',
আরক্ত কঙ্করগুলো মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
মরীচিকা-ঢাকা।
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার, পায়নাকো পথের সন্ধান,
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও-মায়াদণ্ডে ভেঙেছো মায়াবী!
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি
কোন দূর জাদুপুর-রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী,
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা!
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধা ধরণীর রুধিরলিপিকা,
জ্ব'লে ওঠে অস্তহারা আকাশের গৌরী দীপশিখা!
বসুধার অশ্রুপাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর এই কারাগার,
এই ধূলি— ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়— স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

পিরামিড

বেলা ব'য়ে যায়,
গোধূলির মেঘ-সীমানায়
ধূম্রমৌন্ সাঁঝে
নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘণ্টা বাজে,
শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে ;
পান্থ ম্লান চিতার কবলে
একে-একে ডুবে যায় দেশ জাতি সংসার সমাজ ,
কার লাগি, হে সমাধি, তুমি একা ব'সে আছো আজ—
কী এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন !
অতীতের শোভাযাত্রা কোথায় কখন
চকিতে মিলায়ে গেছে পাও নাই টের ;
কোন দিবা অবসানে গৌরবের লক্ষ মুসাফের
দেউটি নিভায়ে গেছে— চ'লে গেছে দেউল ভাজিয়া,
চ'লে গেছে প্রিয়তম— চ'লে গেছে প্রিয়া
যুগান্তের মণিময় গেহবাস ছাড়ি
চকিতে চলিয়া গেছে বাসনা-পসারী
কবে কোন বেলাশেষে হায়
দূর অস্তশেখরের গায় ।
তোমারে যায়নি তারা শেষ অভিনন্দনের অর্ঘ্য সমর্পিয়া ,
সাঁঝের নীহারনীল সমুদ্র মথিয়া
মরমে পশেনি তব তাহাদের বিদায়ের বাণী,
তোরণে আসেনি তব লক্ষ-লক্ষ মরণ-সন্ধানী
অশ্রু-ছলছল চোখে পাণ্ডুর বদনে ,
কৃষ্ণ যবনিকা কবে ফেলে তারা গেল দূর দ্বারে বাতায়নে
জানো নাই তুমি ,
জানে না তো মিশরের মূক মরুভূমি
তাদের সন্ধান ।
হে নির্বাক পিরামিড,— অতীতের স্তব্ধ প্রেতপ্রাণ,

অবিচল স্মৃতির মন্দির,
আকাশের পানে চেয়ে আজো তুমি ব'সে আছো স্থির ;
নিষ্পলক ন্যুব্জ ভুরু তুলে
চেয়ে আছো অনাগত উদধির কূলে
মেঘরক্ত ময়খের পানে,
জ্বলিয়া যেতেছে নিত্য নিশি-অবসানে
নূতন ভাস্কর ,
বেজে ওঠে অনাহত মেম্ননের স্বর
নবোদিত অরুণের সনে- -
কোন আশা-দুরাশার ক্ষণস্থায়ী অঙ্গুলি-তাড়নে !
পিরামিড-পাষাণের মর্ম ঘেরি নেচে যায় দু-দণ্ডের রুধিরফোয়ারা—
কী এক প্রগল্‌ভ উষ্ণ উল্লাসের সাড়া !
থেমে যায় পান্থবীণা মুহূর্তে কখন ,
শতাব্দীর বিরহীর মন
নিটল নিথর
সন্তরি ফিরিয়া মরে গগনের রক্ত পীত সাগরের 'পর ,
বালুকার স্ফীত পারাবারে
লোল মৃগতৃষ্ণিকার দ্বারে
মিশরের অপহৃত অন্তরের লাগি'
মৌন ভিক্ষা মাগি ।
খুলে যাবে কবে রুদ্ধ মায়ার দুয়ার
মুখরিত প্রাণের সঞ্চার
ধ্বনিত হইবে কবে কলহীন নীলার বেলায়—
বিচ্ছেদের নিশি জেগে আজো তাই ব'সে আছে পিরামিড হায় ।
কতো আগন্তুক কাল অতিথি সভ্যতা
তোমার দুয়ারে এসে ক'য়ে যায় অসংবৃত অন্তরের কথা,
তুলে যায় উচ্ছৃঙ্খল রুদ্র কোলাহল,
তুমি রহো নিরুত্তর— নির্বেদী— নিশ্চল
মৌন— অন্যমনা ,
প্রিয়ার বক্ষের 'পরে বসি' একা নীরবে করিছো তুমি শবের সাধনা—

হে প্রেমিক— স্বতন্ত্র স্বরাট্‌।
কবে সুপ্ত উৎসবের স্তব্ধ ভাঙা হাট
উঠিবে জাগিয়া,
সস্মিত নয়ন তুলি' কবে তব প্রিয়া
আঁকিবে চুম্বন তব স্বেদরুক্ষ পাণ্ডু চূর্ণ বাথিত কপোলে,
মিশর অলিন্দে কবে গরিমার দীপ যাবে জ্ব'লে,
ব'সে আছো অশ্রুহীন স্পন্দহীন তাই,
ওলটি-পালটি যুগ-যুগান্তের শ্মশানের ছাই
জাগিয়া রয়েছে তব প্রেত-আঁখি— প্রেমের প্রহরা।
মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি—
অরুন্তুদ আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু-দিনের তরে শুধু, নবোৎফুল্লা মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে;
অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে।

সেদিন এ-ধরণীর

সেদিন এ-ধরণীর
সবুজ দ্বীপের ছায়া— উতরোল তরঙ্গের ভিড়
মোর চোখে জেগে-জেগে ধীরে-ধীরে হ'লো অপহৃত
কুয়াশায় ঝ'রে পড়া আতসের মতো।
দিকে-দিকে ডুবে গেল কোলাহল,
সহসা উজান জলে ভাটা গেল ভাসি,
অতিদূর আকাশের মুখখানা আসি
বুকে মোর তুলে গেল যেন হাহাকার।

সেইদিন মোর অভিসার
মৃত্তিকার শূন্য পেয়ালার ব্যথা একাকারে ভেঙে
বকের পাখার মতো শাদা লঘু মেঘে
ভেসেছিলো আতুর উদাসী ;
বনের ছায়ার নিচে ভাসে কার ভিজে চোখ
কাঁদে কার বারোঁয়ার বাঁশি
সেদিন শুনিনি তাহা ,
ক্ষুধাতুর দুটি আঁখি তুলে
অতিদূর তারকার কামনায় আঁখি মোর দিয়েছিনু খুলে ।

আমার এ শিরা-উপশিরা
চকিতে ছিঁড়িয়া গেল ধরণীর নাড়ীর বন্ধন,
শুনেছিনু কান পেতে জননীর স্থবির ক্রন্দন—
মোর তরে পিছু ডাক মাটি-মা—তোমার ;
ডেকেছিলো ভিজে ঘাস—হেমন্তের হিম মাস—জোনাকির ঝাড়,
আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ—শ্মশানের খেয়াঘাট আসি,
কঙ্কালের রাশি,
দাউদাউ চিতা,
কতো পূর্ব জাতকের পিতামহ পিতা,
সর্বনাশ ব্যসন বাসনা,
কতো মৃত গোক্ষুরার ফণা,
কতো তিথি—কতো যে অতিথি—
কতো শত যোনিচক্রস্মৃতি
করেছিলো উতলা আমারে ।
আধো আলো—আধেক আঁধারে
মোর সাথে মোর পিছে এলো তারা ছুটে,
মাটির বাঁটের চুমো শিহরি উঠিল মোর ঠোঁটে, রোমপুটে ,
ধুধু মাঠ—ধানখেত—কাশফুল—বুনো হাঁস—বালুকার চর
বকের ছানার মতো যেন মোর বুকের উপর
এলোমেলো ডানা মেলে মোর সাথে চলিল নাচিয়া .

মাঝপথে থেমে গেল ত. '' সব ;
শকুনের মতো শূন্যে পাখা বিথারিয়া
দূরে— দূরে— আরো দূরে -- আরো দূরে চলিলাম উড়ে,
নিঃসহায় মানুষের শিশু একা— অনন্তের শুক্র অন্তঃপুরে
অসীমের আঁচলের তলে
স্ফীত সমুদ্রের মতো আনন্দের আর্ত কোলাহলে
উঠিলাম উথলিয়া দুরন্ত সৈকতে—
দূর ছায়াপথে।
পৃথিবীর প্রেতচোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি তারকাদর্পণে মোর অপহৃত আননের প্রতিবিম্ব খুঁজি ;
ভ্রূণভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এলো বুকফাটা মিনতির ভরে ;
সঙ্গে নিয়ে বোবা শিশু- -বৃদ্ধ মৃত পিতা,
সূতিকা-আলয় আর শ্মশানের চিতা,
মোর পাশে দাঁড়ালো সে গর্ভিণীর ক্ষোভে ;
মোর দুটি শিশু আঁখি-তারকার লোভে
কাঁদিয়া উঠিল তার পীনস্তন — জননীর প্রাণ ;
জরায়ুর ডিম্বে তার জন্মিয়াছে যে ঈপ্সিত বাঞ্ছিত সন্তান
তার তরে কালে-কালে পেতেছে সে শৈবালবিছানা শালতমালের ছায়া,
এনেছে সে নব-নব ঋতুরাগ— পউষনিশির শেষে ফাগুনের ফাগুয়ার মায়া ,
তার তরে বৈতরণীতীরে সে যে ঢালিয়াছে গঙ্গার গাগরী,
মৃত্যুর অঙ্গার মথি স্তন তার ভিজে রসে উঠিয়াছে ভরি,
উঠিয়াছে দূর্বাধানে শোভি,
মানবের তরে সে যে এনেছে মানবী ;
মশলাদরাজ এই মাটিটার ঝাঁঝ যে রে—
কেন তবে দু-দণ্ডের অশ্রু অমানিশা
দূর আকাশের তরে বুকে তোর তুলে যায় নেশাখোর মক্ষিকার তৃষা।
নামন মুদিনু ধীরে --শেষ আলো নিভে গেল পলাতকা নীলিমার পারে,
সদ্য-প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা আবরি আমারে।

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে ; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ— কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে ;

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার :
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ ; অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ— মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ— বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল
প'ড়ে আছে ; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে ;
যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল ;
পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে ;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ;

আমরা বুঝেছি যারা বহু দিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে ; আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো-এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা ;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির :
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর ,

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর ? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো— সোনা ছিলো যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায় ; যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর ?…রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
শুনিনি কি ? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক !

বোধ

আলো-অন্ধকারে যাই— মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়— ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়— পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা— প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে !
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো ; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর ; কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর ? শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর ? প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার !
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই ! ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর ’পরে ?
স্বপ্ন নয়— শান্তি নয়— কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে।

পথে চ'লে পারে— পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে ;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে ;
আমি চলি, সাথে-সাথে সেও চ'লে আসে।

আমি থামি—
সেও থেমে যায় ;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?
আমার পথেই শুধু বাধা ?

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজখেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে— জন্ম দেবে ব'লে ;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি ? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি ?
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী।

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল ?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল ?
কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে ?
মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি ;
পুকুরের পানা শ্যালা— আঁশ্‌টে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে ;
—এই সব স্বাদ ;
—এ-সব পেয়েছি আমি ; বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন ;
এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন— অবাধ— অগাধ ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে ;
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে— যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে ;
তবুও সাধনা ছিলো একদিন— এই ভালোবাসা ;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি ; যে-নক্ষত্র— নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা

আমি তা ভুলিয়া গেছি ;
তবু এই ভালোবাসা— ধুলো আর কাদা— ।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়— প্রেম নয়— কোনো এক বোধ কাজ করে ।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !
অবসাদ নাই তার ? নাই তার শান্তির সময় ?
কোনোদিন ঘুমাবে না ? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি ? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন ।
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন !
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন !

এই বোধ— শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ— অগাধ !
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে ?-করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?
চোখে কালো শিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ— গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা— পচা চাল্‌কুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব ।

নির্জন স্বাক্ষর

তুমি তা জানো না কিছু— না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে ,
যখন ঝরিয়া যাবো হেমন্তের ঝড়ে—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার !
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষ'য়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই ?
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে ?
আমি ঝ'রে যাবো— তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে,
—আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে ।

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ'য়ে আকাশে-আকাশে ;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে' !—সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা— আকাশেও নাই তার স্থল,
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল ,
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই ; কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—

নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

একবার কথা ক'য়ে দেশ আর দিকের দেবতা
বোবা হ'য়ে প'ড়ে থাকে— ভুলে যায় কথা;
যে-আগুন উঠেছিলো তাদের চোখের তলে জ্ব'লে
নিভে যায়— ডুবে যায়— তারা যায় স্খ'লে।
নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে— চ'লে আসে নতুন সময়—
পুরোনো সে-নক্ষত্রের দিন শেষ হয়
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে;
আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে স্খ'লে
কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হ'য়ে তার বুকের উপরে।
আমি সেই পুরোহিত— সেই পুরোহিত।
যে-নক্ষত্র ম'রে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে—
যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে—
যে-আকাশ জ্বলিতেছে, তার মতো মনের আবেগে
জেগে আছো;
জানিয়াছো তুমি এক নিশ্চয়তা— হয়েছো নিশ্চয়।
হ'য়ে যায় আকাশের তলে কতো আলো— কতো আগুনের ক্ষয়
কতোবার বর্তমান হ'য়ে গেছে ব্যথিত অতীত—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে-নক্ষত্র ঝ'রে যায় তার।
যে-পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস— আকাশ তোমার।
জীবনের স্বাদ ল'য়ে জেগে আছো, তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পারো তুমি;
তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হ'য়ে আছো— তবু—
বাহিরের আকাশের শীতে

নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে—
ক্লান্ত হ'য়ে— শিশিরের মতো শব্দ ক'রে।
জানোনাকো তুমি তার স্বাদ—
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ।

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে ? অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার ?
তোমার আকাশ— আলো— জীবনের ধার
ক্ষ'য়ে যাবে সেদিন সকল ?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই, শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে ?
আমি চ'লে যাবো— তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে ;
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।

অবসরের গান

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে ;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার— চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয় ;
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সময়।

চারিদিকে এখন সকাল—
রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল ;
মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান।

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল ;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে !
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া — রোদ— খুদ— কুঁড়ো — কার্তিকের ভিড় ;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই— নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই— রূপ ঝ'রে পড়ে তার—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে ,
আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে-মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ— ভাঁড়ারের রস।

মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলার রৌদ্রে ; কুঁড়েমির আজিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ ল'য়ে কোন্ ভাঁড় বেঁধেছিলো ছড়া !
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া ;
ভুলে গিয়ে রাজ্য— জয়— সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো তুলে নেবো তার শীতলতা ;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ;

মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে;
ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভ'রে যাবে আমাদের সকলের দেহ;
রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয়—ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়;
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়, তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা, অবসন্ন হাত।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে খেতে—রোদ গেছে প'ড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধ'রে;
তখন গিয়েছে থেমে ওই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়;
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার 'পর;
মদের ফোঁটার শেষ হ'য়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর;
তখন সবুজ ঘাস হ'য়ে গেছে শাদা সব, হ'য়ে গেছে আকাশ ধবল,
চ'লে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েদের দল!

২

পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হ'য়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের 'পরে;
সবুজ ধানের নিচে—মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চ'লে গেছে; আঁটির ভিতর থেকে চ'লে গেছে চাষা;
শস্যের খেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা।

ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান

আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন ;
ফসল— ধানের ফলে যাহাদের মন
ভ'রে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা ক'রে গেছে
পৃথিবীর সব সিংহাসন—
আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়—
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নিচে পৃথিবীর তলে ;
কোটালের মতো তারা নিশ্বাসের জলে
ফুরায়নি তাদের সময় ;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো তারা করে নাই ভয় ;
প্রণয়ীর মতো তারা ছেঁড়েনি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে ;
চাষাদের মতো তারা ক্লান্ত হ'য়ে কপালের ঘামে
কাটায়নি— কাটায়নি কাল ;
অনেক মাটির নিচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে ;
যোদ্ধা— জয়ী— বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে— পাশাপাশি—
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি !

অনেক রাতের আগে এসে তারা চ'লে গেছে— তাদের দিনের আলো
হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেঁয়ো কবি— পাড়াগাঁর ভাঁড়—
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর ?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে ল'য়ে জন্মিয়াছে আজ এই খেতের ফসল ;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ওই ইঁদুরেরা জানে তাহা— জানে তাহা
নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল।
সে-সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধ'রে যায় ডেকে-ডেকে।

মাটির নিচের থেকে তারা
মৃতের মাথার স্বপ্নে ন'ড়ে উঠে জানায় কি অদ্ভুত ইশারা !

আঁধারের মশা আর নক্ষত্র তা জানে—
আমরাও আসিয়াছি ফসলের মাঠের আহ্বানে।
সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর— বন্দর— বস্তি— কারখানা দেশলাইয়ে জেলে
আসিয়াছি নেমে এই খেতে ;
শরীরের অবসাদ— হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।
শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধ'রে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই ম'রে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন ;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি— পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন।

জমি উপ্‌ড়ায়ে ফেলে চ'লে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার প'ড়ে আছে— পুরানো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে ;
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা ওই আমাদের তরে !
হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে—
দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চ'লে যায় চাঁদ ;
অবসর আছে তার— অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,
এটুকু সময় তাই কেটে যাক্ রূপ আর কামনার গানে।

৩

ফুরোনো খেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার ;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই, কোনো কৃষকের মতো দরকার নেই দূরে
মাঠে গিয়ে আর ;

রোধ— অবরোধ— ক্লেশ— কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় ;
আমার চোখের পাশে আনিয়ো না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং ;
দামামা থামায়ে ফেল— পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক্
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ।

এখানে নাহিকো কাজ— উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা ;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়।
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

এখানে চকিত হ'তে হবেনাকো, ত্রস্ত হ'য়ে পড়িবার নাহিকো সময় ;
উদ্যমের ব্যথা নাই— এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয় ;
এইখানে কাজ এসে জমেনাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে ,
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর ;
ভালোবাসা আসিবে না—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।

অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয় ;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি ;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি—
কাহারে সে ডাকে !

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার ,
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে
ঘুম আর আসেনাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন ,
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে ,
কোথাও অনেক বনে— যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষহরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার ,
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে ,
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে
জ্যোৎস্নায়—
পিপাসার সান্ত্বনায়— আঘ্রাণে— আস্বাদে ;
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন ;

মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু ;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় ;
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে ;
এইখানে আমার নকটার্ন।

একে-একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের— নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে ওই
সুন্দরী গাছের নিচে— জ্যোৎস্নায় ;
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর ;
শুয়ে-শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি ;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে ;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা-একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জ'মে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে-শুনে
হরিণীর ডাক শুনে-শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে— আলোয় তাকে দেখা যাবে—

পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তাকে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাবো,
…মাংস-খাওয়া হ'লো তবু শেষ?
…কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমাকেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়— দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো?

আমার হৃদয়— এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়— চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস ল'য়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের— বিয়োগের— মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন ল'য়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?

দোনলার শব্দ শুনি।
বাইমুগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসেনাকো
একা-একা শুয়ে থেকে ;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে-চুপে ভুলে যেতে হয়।

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে ;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা ম'রে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এলো যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন ;
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে— কথা ভেবে-ভেবে।
এই ব্যথা— এই প্রেম সব দিকে র'য়ে গেছে—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে— মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

মাঠের গল্প

মেঠো চাঁদ

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি— খড়— নাড়া— মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল।
মেঠো চাঁদ— কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে ; এমনি সে তাকায়েছে কতো রাত— নাই লেখা-জোখা

মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
খেতে-খেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে— ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে— চ'লে গেছে কবে!
শস্য ফলিয়া গেছে— তুমি কেন তবে
রয়েছো দাঁড়ায়ে
একা-একা! ডাইনে আর বাঁয়ে
খড-নাড়া— পোড়ো জমি— মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল!'
আমি তারে বলি :
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝ'রে কতো—
বুড়ো হ'য়ে গেছ তুমি এই বুড়ি পৃথিবীর মতো!
খেতে-খেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে কতোবার— কতোবার ফসল-কাটার
সময় আসিয়া গেছে, চ'লে গেছে কবে!
শস্য ফলিয়া গেছে— তুমি কেন তবে
রয়েছো দাঁড়ায়ে
একা-একা! ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি— খড-নাড়া— মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল!'

পেঁচা

প্রথম ফসল গেছে ঘরে—
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হ'য়ে আসে

বাঁশপাতা— মরা ঘাস— আকাশের তারা ;
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা ;
ধানখেতে— মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা ;
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী—
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ-ঘুমের
কোনো সাধ।
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রানের রাতে
সেই পাখি ;

আজ মনে পড়ে
সেদিনও এমনি গেছে ঘরে
প্রথম ফসল ;
মাঠে-মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর,
কার্তিক কি অঘ্রানের রাত্রির দুপুর ;
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে,
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিলো অঘ্রানের রাতে
এই পাখি।

নদীটির শ্বাসে
সে-রাতেও হিম হ'য়ে আসে
বাঁশপাতা— মরা ঘাস— আকাশের তারা,
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা,
ধানখেতে মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা ;
ঘরে গেছে চাষা ;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ-ঘুমের
কোনো সাধ।

পঁচিশ বছর পরে

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—
বলিলাম—'একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়—
পঁচিশ বছর পরে।'
এই ব'লে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে ;
তারপর, কতোবার চাঁদ আর তারা
মাঠে-মাঠে ম'রে গেল, ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নায় ধানখেত খুঁজে
এলো গেল ; চোখ বুজে
কতোবার ডানে আর বাঁয়ে
পড়িল ঘুমায়ে
কতো-কেউ ; রহিলাম জেগে
আমি একা ; নক্ষত্র যে-বেগে
ছুটিছে আকাশে
তার চেয়ে আগে চ'লে আসে

যদিও সময়,
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয়।

তারপর— একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে – পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা— কড়্ কড়্,
শসাফুল— দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল— শুক্‌নো মাকড়সা
লতায়— পাতায়,
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়— ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

কার্তিক মাঠের চাঁদ

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ—
পাহাড়ের মতো ওই মেঘ
সঙ্গে ল'য়ে আসে
মাঝরাতে কিংবা শেষরাতের আকাশে
যখন তোমারে,
—মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিলো যারে ;
ছেঁড়া-ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে
তরাসে ছেলের মতো— আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে

অনেক সময়—
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে— চাঁদ ;
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা— তারপর হাতছাড়া হ'য়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে— আজো তুমি তার স্বাদ ল'য়ে
আর-একবার তবু দাঁড়ায়েছো এসে !
নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারদিকে,
শস্যের খেত চ'ষে-চ'ষে
গেছে চাষা চ'লে ;
তাদের মাটির গল্প— তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হ'লে
অনেক তবুও থাকে বাকি—
তুমি জানো— এ-পৃথিবী আজ জানে তা কি !

সহজ

আমার এ-গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,
তবুও হৃদয়ে গান আসে।
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে ,
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান ;
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা, জানি আমি-
আজ রাত্রে আমার আহ্বান

ভেসে যাবে পথের বাতাসে—
তবুও হৃদয়ে গান আসে।

তুমি জল, তুমি ঢেউ— সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ— তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে ;
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিলো লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে ; কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল
জানে না সে ; রাত্রির সিন্ধুর জল
রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক ; তোমারে কে ভালোবাসে , তোমারে কি কেউ
বুকে ক'রে রাখে।
জলের আবেগে তুমি চ'লে যাও—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধুধু জল তোমারে যে ডাকে।

তুমি শুধু একদিন, এক রজনীর ;
মানুষের— মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে— কতো দূরে—
কোন্ সমুদ্রের পারে, বনে— মাঠে— কিংবা যে-আকাশ জুড়ে
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে—
কিংবা যে-আকাশে
কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে— ডুবে যায়— তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে ;
যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে— মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে ল'য়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান—

তুমি সেইখানে।
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে,
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত।

পাখিরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি ;
—এখন সে কতো রাত !
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তারপর চ'লে যায় কোথায় আকাশে ?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,
চোখ আর চায় না ঘুমাতে ;
জানালার থেকে ওই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয় ;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময় ?

সাগরের ওই পারে— আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিলো ;

ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিলো তারা তারপর,
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
বাদামী— সোনালি— শাদা— ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোটো বুকে
তাদের জীবন ছিলো-
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে।

কোথাও জীবন আছে— জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল র'য়ে গেছে— সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে ;
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন্‌ এক খেতে ;
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয় ?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়।

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ-মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ— গভীর— গভীর।

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে ;
ওই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

শকুন

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে— সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে, মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি; নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন— সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে, যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে— প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরের 'পর

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু, আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে— পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, ছাখে তাই; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়— কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে;

যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে···চেয়ে ছাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

স্বপ্নের হাতে

পৃথিবীর বাধা— এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে; স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই।
যেই সব ছায়া এসে পড়ে
দিনের রাতের ঢেউয়ে— তাহাদের তরে
জেগে আছে আমার জীবন;
সব ছেড়ে আমাদের মন

ধরা দিতো যদি এই স্বপনের হাতে
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর—
থাকিত না হৃদয়ের জরা—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিতো যদি ধরা।

আকাশ ছায়ার ঢেউয়ে ঢেকে,
সারা দিন— সারা রাত্রি অপেক্ষায় থেকে,
পৃথিবীর যত ব্যথা— বিরোধ— বাস্তব
হৃদয় ভুলিয়া যায় সব,
চাহিয়াছে অন্তর যে-ভাষা,
যেই ইচ্ছা— যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে-পারে গিয়া—
স্বপ্নে তাহা সত্য হ'য়ে উঠেছে ফলিয়া।

মরমের যত তৃষ্ণা আছে—
তারি খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া এসো—
তোমরা চলিয়া এসো সব!
ভুলে যাও পৃথিবীর ওই ব্যথা— ব্যাঘাত— বাস্তব!
সকল সময়
স্বপ্ন— শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তরে,
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে-পাশে—
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম— মৃত্যু— সব—
পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা;
সন্ধ্যার নদীর জল— পাথরে জলের ধারা

আয়নার মতো
জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত
তাহাদের তরে।
তাদের অন্তরে
স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
সকল সময়· ·

পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
আঁকাবাঁকা অসংখ্য অক্ষরে
একবার লিখিয়াছি অন্তরের কথা—
সে-সব ব্যর্থতা
আলো আর অন্ধকারে গিয়াছে মুছিয়া ;
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়— ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,
তবে ওই পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
লিখিতে যেয়ো না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা ;
আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে-সব ব্যর্থতা।
পৃথিবীর ওই অধীরতা
থেমে যায়— আমাদের হৃদয়ের ব্যথা
দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে— ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয় ;
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়।
পৃথিবীর পুরানো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ'

চিরদিন রয়!
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়!

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি— চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম— বট— কাঁঠালের— হিজলের— অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল— বট— তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিলো, বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,— একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

আকাশে সাতটি তারা

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
ব'সে থাকি ; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে— আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা— কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে

আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে ;
পৃথিবীর কোনো পথ এ-কন্যারে দেখেনিকো— দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে

পৃথিবীর কোনো পথে : নরম ধানের গন্ধ— কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত— শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস,— লাল-লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা— এরি মাঝে বাংলার প্রাণ :
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের ।

আবার আসিব ফিরে

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ,
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ,
হয়তো বা হাঁস হবো— কিশোরীর— ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারা দিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে-ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ; —রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক : আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে

গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়
উড়ে যায়— মিশে যায় আমবনে কার্তিকের কুয়াশার সাথে ;
পুকুরের লাল সর ক্ষীণ ঢেউয়ে বার-বার চায় যে জড়াতে
করবীর কচি ডাল ; চুমো খেতে চায় মাছরাঙাটির পায় ;
এক-একটি ইট ধ্বসে— ডুবজলে ডুব দিয়ে কোথায় হারায়
ভাঙা ঘাটলায় এই— আজ আর কেউ এসে চাল-ধোয়া হাতে
বিনুনি খসায়নাকো— শুকনো পাতা সারা দিন থাকে যে গড়াতে ;
কড়ি খেলিবার ঘর ম'জে গিয়ে গোখুরার ফাটলে হারায় ;

ডাইনীর মতো হাত তুলে-তুলে ভাঁট আশশ্যাওড়ার বন
বাতাসে কি কথা কয় বুঝিনাকো,— বুঝিনাকো চিল কেন কাঁদে ;
পৃথিবীর কোনো পথে দেখি নাই আমি; হায়, এমন বিজন
শাদা পথ— সোঁদা পথ— বাঁশের ঘোমটা মুখে বিধবার ছাঁদে
চ'লে গেছে— শ্মশানের পারে বুঝি ; —সন্ধ্যা আসে সহসা কখন ;
সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম— নিম— নিম কার্তিকের চাঁদে।

এখানে আকাশ নীল

এখানে আকাশ নীল— নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা— রং তার আশ্বিনের আলোর মতন ;
আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরন
রৌদ্রের দুপুর ভ'রে ; —বার-বার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায় ; —দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে-বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল,

কবেকার কোকিলের, জানো কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন ব'সে দু-পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়— থেমে-থেমে যায়;—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানখেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিলো কুয়াশা কেবল।

দূর পৃথিবীর গন্ধে

দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালীর মন
আজ রাতে; একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে,
তবুও সে-ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন
মউরির মৃদু গন্ধে ভ'রে র'বে;—কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হ'য়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
পৃথিবীর সব দেশে— সব চেয়ে ঢের দূর নক্ষত্রের তলে
সব পথে এই সব শান্তি আছে: ঘাস— চোখ— শাদা হাত— স্তন—

কোথাও আসিবে মৃত্যু— কোথাও সবুজ মৃদু ঘাস
আমারে রাখিবে ঢেকে— ভোরে, রাতে, দু-পহরে পাখির হৃদয়
ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে র'বে— রাতের আকাশ
নক্ষত্রের নীল ফুলে ফুটে র'বে;—বাংলার নক্ষত্র কি নয়?
জানিনাকো: তবুও তাদের বুকে স্থির শান্তি— শান্তি লেগে রয়:
আকাশের বুকে তারা যেন চোখ— শাদা হাত— যেন স্তন— ঘাস—।

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা

সন্ধ্যা হয়— চারিদিকে শান্ত নীরবতা;
খড় মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে;

গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেয়ে ধীরে-ধীরে ;
আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালি খড়ের ঘন স্তূপে ;

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে ;
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে ;
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে ,
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হ'য়ে আকাশে-আকাশে ।

ধান কাটা হ'য়ে গেছে

ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে যেন— খেতে মাঠে প'ড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম— সাপের খোলস নীড় শীত ।
এই সব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ— কেমন নিবিড় ।

ওইখানে একজন শুয়ে আছে— দিনরাত দেখা হ'তো কতো কতো দিন,
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কতো অপরাধ ,
শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ ।

পথ হাঁটা

কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি ; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে ,
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হ'য়ে চ'লে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে :

সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো ক'রে জ্বলে ।
কেউ ভুল করেনাকো— ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হ'য়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে ।

একা-একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব ;
তখন অনেক রাত— তখন অনেক তারা মনুমেণ্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে ; মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর-কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর-মনুমেণ্ট-ভরা কলকাতা ?
চোখ নিচে নেমে যায়— চুরুট নীরবে জ্বলে— বাতাসে অনেক ধুলো খড় ,
চোখ বুজে একপাশে স'রে যাই— গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা

উড়ে গেছে , বেবিলনে একা-একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন , আজো আমি জানিনাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর ।

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি , বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন ।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য , অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন ।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ,

পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

আমাকে তুমি

আমাকে
তুমি দেখিয়েছিলে একদিন :
মস্ত বড়ো ময়দান— দেবদারু পামের নিবিড় মাথা— মাইলের পর মাইল ;
দুপুরবেলার জনবিরল গভীর বাতাস
দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হ'য়ে হারিয়ে যায় ,
জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার ;
জানালায়-জানালায় অনেকক্ষণ ধ'রে কথা বলে :
পৃথিবীকে মায়াবীব নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়।
তারপর
দূরে
অনেক দূরে
খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে— গান গায়— গান গায়
এই দুপুরের বাতাস।

এক-একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হ'য়ে যায় যেন।

বিকেলে নরম মুহূর্ত ;
নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়া ;
একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া
আতার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধ'রে
স্থির।

মাঝে-মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ,
আগুনের— ঘিয়ের ঘ্রাণ ;
বিকেলে
অসম্ভব বিষণ্ণতা।
ঝাউ হরীতকী শাল, নিভন্ত সূর্যে
পিয়াশাল পিয়াল আমলকী দেবদারু—
বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা ,

শাদা-শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়— ছায়ায়,
রাত্রি ;
নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
অতীত নিস্তব্ধতা।

মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ ,
বাতাসে নীলাভ হ'য়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস ,
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে ;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে প'ড়ে আছো তুমি।

'মাটির অনেক নিচে চ'লে গেছো ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ ? কোন্ কথা ভাবছো আঁধারে ?
ওই যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে :
মনে হয় তুমি যেন ওই পাখি— তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে— আশ্বিনের এত বড়ো অকূল আকাশে
আর কাকে পাবো এই সহজ গভীর অনায়াসে—'
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে— প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম— পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগবো না জেনে
কোনোদিন জাগবো না আমি— কোনোদিন জাগবো না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে,
রয়েছে যে অগাধ ঘুম,
সে-আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—
জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন— অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
বুঝতে পেরেছি আবার,
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা,
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে,
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়— বেদনায়— আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে,

সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব!
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত-শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর,
এই সব ভয়াবহ আরতি!

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠবো না আর;
তাকিয়ে দেখবো না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকবো— ধীরে— পউষের রাতে—
কোনোদিন জাগবো না জেনে—

কোনোদিন জাগবো না আমি— কোনোদিন আর।

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন ;
কালো চোখ মেলে ওই নীলিমা দেখেছো ;
গ্রীক হিন্দু ফিনিশীয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছো ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে ? কী পেয়েছে ? —গিয়েছে হারায়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো ;
তবুও সমুদ্র নীল ; ঝিনুকের গায়ে আলপনা ;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়— তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সংঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে ;
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

সবিতা

সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে :
ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন ;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী
রেশম, মদের সার্থবাহ,
দুধের মতন শাদা নারী।

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে
সহসা বিকেলবেলা শেষ হ'য়ে গেলে
চ'লে যেত কেমন নীরবে।
চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র ;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির ক'রে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খ্রীস্টান।

তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—
সিন্ধুর রাত্রের জল জানে—
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে ;
কেমন অনন্যোপায় হাওয়ার আহ্বানে
আমরা অকূল হ'য়ে উঠে
মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে
জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়
যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে ;
কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন !
তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন ;
তোমার মুখের রেখা আজো
মৃত কতো পৌত্তলিক খ্রীস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন ;
কতো কাছে— তবু কতো দূর।

সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;

সেই শস্ত অগণন মানুষের শব ;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ
মূক ক'রে রাখে ; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে— এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;
প্রায় তত্দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গ'ড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

আবহমান

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিঝুম।
সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হ'য়ে যেন আসে ,
যদিও আকাশ সিন্ধু ভ'রে গেল অগ্নির উল্লাসে ;
যেমন যখন বিকেলবেলা কাটা হয় খেতের গোধুম
চিলের কান্নার মতো শব্দ ক'রে মেঠো ইঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম

গাঢ় ক'রে দিয়ে যায়। —এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।
সমুদ্রের রোল থেকে একটি আবেগ নিয়ে কেউ
নদীর তরঙ্গে— ক্রমে— তুষারের স্তূপে তার ঢেউ।

একবার টের পাবে— দ্বিতীয় বারের
সময় আসার আগে নিজেকেই পাবে না সে টের।

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন খেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা ;
এখনো চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান ক'রে ফেলে জলের মতন এক ঢোঁকে ;
অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে
নিড়োনো খেতের কাজ ক'রে যায় ধীরে ;
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে ব'সে।
পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে
নষ্ট হ'য়ে খ'সে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে ;
সোনালি সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষটা আছে পিছু ফিরে।

ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হ'য়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হ'লো মানুষের বৃত্তি আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকের উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহদরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিম্বের মতন।
অভিভূত হ'য়ে আছে— চেয়ে ছাখো— বেদনার নিজের নিয়ম।

নেউলধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয় ;
জলপাই-অরণ্যের ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা ;
ওই দিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয় ;
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে।

সেই আদি অরণির যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ
অনেক মনীষা, প্রেম, নিমীল ফসলরাশি ঘরে

এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়!
পৃথিবীর রাজপথে— রক্তপথে— অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বা'র হয়।
তাহার পায়ের নিচে তৃণের নিকটে তৃণ মূক অপেক্ষায় ;
তাহার মাথার 'পরে সূর্য, স্বাতী, সরমার ভিড় ;
এদের নৃত্যের রোলে অবহিত হ'য়ে থেকে ক্রমে একদিন
কবে তার ক্ষুদ্র হেমন্তের বেলা হবে নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ ?

চেয়েছে মাটির দিকে—ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা,
মাথার উপরে চেয়ে দেখেছে এবার ;
দূরবীনে কিমাকার সিংহের সাড়া
পাওয়া যায় শরতের নির্মেঘ রাতে।
বুকের উপরে হাত রেখে দেয় তারা।
যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান ম'রে,
মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে,
চিরদিন এই সব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।
মাটিও আশ্চর্য সত্য। ডান হাত অন্ধকারে ফেলে
নক্ষত্রও প্রামাণিক ; পরলোক রেখেছে সে জ্বেলে,
অনৃত সে আমাদের মৃত্যুকে ছাড়া।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে ব'সে— অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চ'লে যাই— চেয়ে দেখি আরো-কিছু আছে তারপরে।
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারো বিবরে
ছায়া ফ্যালে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে,
কিংবা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,
অথবা যে-সব থাম সমীচীন মিস্ত্রির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে,
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।

হয়তো অনেক এগিয়ে তারা দেখে গেছে মানুষের পরম আয়ুর পারে শেষ
জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে একটিও বোল্‌তার নেই অবলেশ।

তাই তারা লোষ্ট্রের মতন স্তব্ধ। আমাদেরো জীবনের লিপ্ত অভিধানে
বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকার দলিলের মানে।
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়— এই জ্ঞানে
লোকসানী বাজারের বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর ক'রে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে।
অকৃত্রিম নীল আলো খেলা করে ঢের আগে মৃত প্রেমিকের শব থেকে।

একটি আলোক নিয়ে ব'সে থাকা চিরদিন;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে;
সে-সবের দিন শেষ হ'য়ে গেছে
এখন সৃষ্টির মনে— অথবা মনীষীদের প্রাণের ভিতরে।
সৃষ্টি আমাদের শত শতাব্দীর সাথে ওঠে বেড়ে।
একদিন ছিলো যাহা অরণ্যের রোদে— বালুচরে,
সে আজ নিজেকে চেনে মানুষের হৃদয়ের প্রতিভাকে নেড়ে।
আমরা জটিল ঢের হ'য়ে গেছি— বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে: 'এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—'
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিলো ইতিহাসে;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অবলঙ ছবি;
নানারূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে ম'রে গেছি— মনে পড়ে বটে
এই সব ছবি দেখে; বন্দীর মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোনো দেবদত্ত, উদয়ন, চিত্রসেনী স্থাণু।
এক দরজায় ঢুকে বহিষ্কৃত হ'য়ে গেছে অন্য এক দুয়ারের দিকে
অমেয় আলোয় হেঁটে তারা সব।

(আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন বাতাসের শব্দ শুনেছিলো .
তারপর হয়েছিলো পাথরের মতন নীরব ?)
আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী ;
সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো ;
তারপর অন্ধ গ্রহ নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব এক সাথে প্রচারিত করে।
সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ ;
তবু তারা করেনাকো পরস্পরের ঋণশোধ।

ভিখিরী

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তবে আমি হেঁটে চ'লে যাবো মানে-মানে।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো অন্ধকারে হাত।
আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিলো তাঁত,
তবুও তা হলো শাঁখারীর হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হ'লে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিলো গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু— হ্যারিসন রোডে— আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখিরীর ভুলে : এক পৃথিবীর ভুলচুক।

একদিন মনে হ'তো জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
অথবা দুপুরবেলা— বিকেলের আসন্ন আলোয়—
চেয়ে আছে— চ'লে যায়— জলের প্রতিভা।

মনে হ'তো তীরের উপরে ব'সে থেকে।
আবিষ্ট পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল
কেউ-কেউ তুলে নিয়ে চ'লে গেলে— নিচে
তোমার মুখের মতন অবিকল

নির্জন জলের রং তাকায়ে রয়েছে ,
স্থানান্তরিত হ'য়ে দিবসের আলোর ভিতরে
নিজের মুখের ঠাণ্ডা জলরেখা নিয়ে
পুনরায় শ্যাম পরগাছা সৃষ্টি করে ;

এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হ'য়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নিভে যায় ব'লে
রঙিন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয় ;
অপরাহ্নে আকাশের রং ফিকে হ'লে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত :
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড— কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না— খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়— দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের— ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
'মনে আছে ?' শুধালো সে— শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন।'

শব

যেখানে রূপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,
যেখানে অনেক মশা বানায়েছে তাহাদের ঘর ;
যেখানে সোনালি মাছ খুঁটে-খুঁটে খায়
সেই সব নীল মশা মৌন আকাঙ্ক্ষায় ;
নির্জন মাছের রঙে যেইখানে হ'য়ে আছে চুপ
পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ ;
কান্তারের একপাশে যে-নদীর জল
বাবলা হোগলা কাশে শুয়ে-শুয়ে দেখিছে কেবল
বিকেলের লাল মেঘ ; নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; কিন্তু এই নদী
রাঙা মেঘ— হলুদ-হলুদ জ্যোৎস্না ; চেয়ে ছাখো যদি ;
অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো ;
লাল নীল মাছ মেঘ— ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো
এইখানে ; এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন : নীল লাল রূপালি নীরব।

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

সিন্ধুসারস

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস,
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছ টারান্‌টেলা— রহস্যের; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে; আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে? ম'রে গেছে অনেক নৃপতি?
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে— হারায়েছি আনন্দের গতি;

ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান— এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের— বেদনার আমরা সন্তান ?

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান,
তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই, বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে-রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নেই তব ; নেই নিম্নভূমি— নেই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো— পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার— ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে ; যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে, করে না বুনন
মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিকের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে— সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ,
সেখানে আকাশে কেউ নেই আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে ;

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনোনাকো ; অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
জানোনাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ,
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের— ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

এই সব জানোনাকো প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে ;
রৌদ্রে ঝিলমিল করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশে !

ঝিকমিক করে রৌদ্রে বরফের মতো শাদা ডানা,
যদিও এ-পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি— জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে,
বিষণ্ণ পৃথিবী ছেড়ে দলে-দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে— দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে
শীতার্ত এ-পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে।

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর— পৃথিবীর নরম অঘ্রান
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই— আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ, বিশুষ্ক তৃণের মতো প্রাণ,
জানিবে না, কোনোদিন জানিবে না ; কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়।

কুড়ি বছর পরে

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি !
আবার বছর কুড়ি পরে—
হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
কার্তিকের মাসে—
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে— তখন হলুদ নদী
নরম-নরম হয় শর কাশ হোগলায়— মাঠের ভিতরে।

অথবা নাইকো ধান খেতে আর ;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার!

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু-সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরীষের অথবা জামের,
ঝাউয়ের— আমের;
কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে!

জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার—
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার!

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—
বাবলার গলির অন্ধকারে
অশথের জানালার ফাঁকে
কোথায় লুকায় আপনাকে!
চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—

সোনালি-সোনালি চিল— শিশির শিকার ক'রে নিয়ে গেছে তারে-
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে!

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস— তেমি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,

এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল— অসংখ্য নক্ষত্রের রাত,
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে ;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে,
এক-একবার মনে হচ্ছিলো আমার— আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতিতারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিলো।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো— আকাশে এক তিল
ফাঁক ছিলো না,
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি,
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা,
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ!
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।

যে-নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে ম'রে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে ;

যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?
আড়ষ্ট— অভিভূত হ'য়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন ;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল ;
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে সাঁইসাঁই ক'রে,
সিংহের হুংকারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।

হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট
সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়।

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায়-তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—
জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে
বুনো হাঁস পাখা মেলে— সাঁইসাঁই শব্দ শুনি তার ;
এক— দুই— তিন— চার— অজস্র— অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে— ছুটিতেছে তারা।
তারপর প'ড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,
হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ— দু-একটা কল্পনার হাঁস ;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ,
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই : বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি— কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে-আলোক
জোনাকির দেহ হ'তে— খুঁজেছি তোমাকে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে-বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা :
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিং-এর মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে-আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার ;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো— দুধে আর্দ্র— কবেকার শঙ্খিনীমালার
এ-পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো আর।

বিড়াল

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে ,
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হ'য়ে আছে দেখি ,
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে-পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।

হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

শিকার

ভোর,
আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :
চারিদিকের পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো ;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে-মুক্তা আমার নীল মদের
গেলাসে রেখেছিলো
হাজার-হাজার বছর আগে এক রাতে— তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে
আগুন জ্বেলেছে—
মোরগফুলের মতো লাল আগুন ;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের ;

সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর ;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের
সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর ;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে

নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে-ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিলো।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে,
কচি বাতাবী লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামলো—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো
একটা আবেগ দেওয়ার জন্য;
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য;
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল!
আগুন জ্বললো আবার— উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এলো।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় ব'সে অনেক পুরোনো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক— হিম— নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে:
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা,
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিলো একদিন,
কোনো এক প্রাসাদ ছিলো ;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিলো সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিলো,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক ,
অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কমলা রঙের রোদ ;
আর তুমি ছিলে ;
তোমার মুখের রূপ কতো শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায়

কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

আট বছর আগের একদিন

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে— ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ;

বধূ শুয়েছিলো পাশে— শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো— জ্যোৎস্নায়— তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল— লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার

অবিরাম— অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে— অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়— অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন— যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন ,
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের— মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাথামাথি ?

থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ— সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো ;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে— গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে ।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ; কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু— আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ,
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে ।

জানি— তবু জানি
নারীর হৃদয়— প্রেম— শিশু— গৃহ— নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত— ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে
চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো— বুড়ি চাঁদটারে আমি ক'রে দেবো
কালীদহে বেনোজলে পার ;
আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

একটি নক্ষত্র আসে

একটি নক্ষত্র আসে ; তারপর একা পায়ে চ'লে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের তারাভরা রাতে
সে আসবে মনে হয় ; —আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তার সপ্রতিভ হাতে !
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে

সকল সমুদ্র সূর্য সম্বরতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হ'তে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয় ;
শিয়রে আকাশ দূর দিকে
উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহের আলোড়নে
অঘ্রানের রাত্রি হয় ;
এ-রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।

শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন
জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ ;
চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো-সাঁকো সমাধির ভিড় ;
সে অনেক ক্লান্তি ক্ষয় অবিনশ্বর পথে ফিরে
যেন ঢের মহাসাগরের থেকে এসেছে নারীর
পুরোনো হৃদয় নব নিবিড় শরীরে।

জর্নাল : ১৩৪৬

আজকে অনেক দিন পরে আমি বিকেলবেলায়
তোমাকে পেলাম কাছে ;
শেষ রোদ এখন মাঠের কোলে খেলা করে— নেভে ;
এখন অব্যক্ত ঘুমে ভ'রে যায় কাঁচপোকা মাছির হৃদয় ;
নদীর পাড়ের ভিজে মাটি চুপে ক্ষয়
হ'য়ে যায় অক্লান্ত ঢেউয়ের বুকে ;

ঘাসে ঘুমে শান্ত হ'য়ে আসে ঘুঘু শালিকের গতি ;
নিবিড় ছায়ার বুকে ক্রমে-ক্রমে পায় অব্যাহতি
মাঠের সমস্ত রেখা ;
ঝাউফল ঝরে ঘাসে— সান্ত্বনার মতো এসে বাতাসের হাত

অশ্বত্থের বুক থেকে নিভিয়ে ফেলছে খাড়া সূর্যের আঘাত ;
এখুনি সে স'রে যাবে পশ্চিমের মেঘে।

গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠোপথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সুমুখে
কতক্ষণ থেমে আছে ;— চেয়ে ছাখো নদীতে পড়েছে তার ছায়া ;
নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধ'রে সে-ও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে ;

এই সব নিস্তব্ধতা শান্তির ভিতর
তোমাকে পেয়েছি আজ এতদিন পরে এই পৃথিবীর 'পর।
দু-জনে হাঁটছি ভরা প্রান্তরের কোল থেকে আরো দূর প্রান্তরের ঘাসে ;
উশখুস্ক খোঁপা থেকে পায়ের নখটি আজ বিকেলের উৎসাহী বাতাসে
সচেতন হ'য়ে উঠে আবার নতুন ক'রে চিনে নিতে থাকে
এই ব্যাপ্ত পটভূমি ;— মহানিমে কোরালীর ডাকে
হঠাৎ বুকের কাছে সব খুঁজে পেয়ে।
'তোমার পায়ের শব্দ,' বল্লে সে, 'যেদিন শুনিনি
মনে হ'তো ব্রহ্মাণ্ডের পরিশ্রম ধুলোর কণার কাছে তবু
কিছু ঋণী ; ঋণী নয় ?
সময় তা বুঝে নেবে···
সেই সব বাসনার দিনগুলো ; ঘাস রোদ শিশিরের কণা
তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা
সেই দিন ;
মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কি যে :
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে।'

স্পষ্ট চোখ তুলে সে সন্ধ্যার দিকে : 'কতদিন অপেক্ষার পরে
আকাশের থেকে আজ শান্তি ঝরে— অবসাদ নেই আর শূন্যের ভিতরে।'

রাত্রি হ'য়ে গেলে তার উৎসারিত অন্ধকার জলের মতন
কী এক শান্তির মতো স্নিগ্ধ হ'য়ে আছে এই মহিলার মন।

হেঁটে চলি তার পাশে, আমিও বলি না কিছু, কিছুই বলে না ;
প্রেম ও উদ্বেগ ছাড়া অন্য-এক স্থির আলোচনা
তার মনে ;— আমরা অনেক দূর চ'লে গেছি প্রান্তরের ঘাসে,
দ্রোণ ফুল লেগে আছে মেরুন শাড়িতে তার— নিম-আমলকী পাতা
হাল্কা বাতাসে
চুলের ওপরে উড়ে-উড়ে পড়ে— মুখে চোখে শরীরের সর্বস্বতা ভ'রে,
কঠিন এ সামাজিক মেয়েটিকে দ্বিতীয় প্রকৃতি মনে ক'রে।

অন্ধকার থেকে খুঁজে কখন আমার হাত একবার কোলে তুলে নিয়ে
গালে রেখে দিলো তার : 'রোগা হ'য়ে গেছ এত— চাপা প'ড়ে
গেছ যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভিড়ে তুমি—' ব'লে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিলো ধীরে ;
শান্ত মুখে— সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে
নদী নেই— হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হ'য়ে গেছে কবে তার ;
নক্ষত্রেরা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর

পৃথিবীলোক

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ;
গ্রামপতনের শব্দ হয় ,
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা ব'লে মনে হয়।

এ-সব শূন্যতা ছাড়া কোনোদিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।

তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ

মনোকণিকা

ও. কে.

একটি বিপ্লবী তার সোনা রুপো ভালোবেসেছিলো ;
একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিলো পরবর্তী জীবনের লোভে ;
একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিলো ;
তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিলো দশজন মূর্খের বিক্ষোভে।

বুকের উপরে হাত রেখে দিয়ে তারা
নিজেদের কাজ ক'রে গিয়েছিলো সব।
অবশেষে তারা আজ মাটির ভিতরে
অপরের নিয়মে নীরব।

মাটির আহ্নিক গতি সে-নিয়ম নয় ;
সূর্য তার স্বাভাবিক চোখে
সে-নিয়ম নয়— কেউ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় ;
সব দিক ও. কে.।

সাবলীল

আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না— তবু—
দণ্ডাজ্ঞার ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপরে।
আমরা দণ্ডিত হ'য়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।
মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।

মাঝে-মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হ'লে—
(এ-রকম উত্তেজিত হয় ;)
উপস্থাপয়িতার মতন
আমাদের চায়ের সময়

এসে প'ড়ে আমাদের স্থির হ'তে বলে।
সকলেই স্নিগ্ধ হ'য়ে আত্মকর্মক্ষম ;
এক পৃথিবীর দ্বেষ হিংসা কেটে ফেলে
চেয়ে ছাখে স্তূপাকারে কেটেছে রেশম।

এক পৃথিবীর মতো বর্ণময় রেশমের স্তূপ কেটে ফেলে
পুনরায় চেয়ে ছাখে এসে গেছে অপরাহ্নকাল :
প্রতিটি রেশম থেকে সীতা তার অগ্নিপরীক্ষায়—
অথবা খ্রীস্টের রক্ত করবীফুলের মতো লাল।

মানুষ সর্বদা যদি

মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিতো—
(স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিলো ভুলে,)
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিতো,
পরচুলা এঁটে নিতো স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এ-সব কাজ ক'রে যেত যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হ'তো, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হ'তো কে নিজের মুখের রগড়ে।

চার্বাক প্রভৃতি—

'কেউ দূরে নেপথ্যের থেকে, মনে হয়,
মানুষের বৈশিষ্ট্যের উত্থান-পতন
একটি পাখির জন্ম— কীচকের জন্মমৃত্যু সব
বিচারসাপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।'

'তবু এই অনুভূতি আমাদের মর্ত্য জীবনের
কিংবা মরণের কোনো মূলসূত্র নয়।
তবুও শৃঙ্খলা ভালোবাসি ব'লে হেঁয়ালি ঘনালে
মৃত্তিকার অন্ধ সত্যে অবিশ্বাস হয়।'

ব'লে গেল বায়ুলোকে নাগার্জুন, কৌটিল্য, কপিল,
চার্বাক প্রভৃতি নিরীশ্বর ;
অথবা তা এডিথ, মলিনা নাম্নী অগণন নার্সের ভাষা—
অবিরাম যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বায়ুর ভিতর।

সমুদ্রতীরে

পৃথিবীতে তামাশার সুর ক্রমে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে
জন্ম নেবে একদিন। আমোদ গভীর হ'লে সব
বিভিন্ন মানুষ মিলে মিশে গিয়ে যে-কোনো আকাশে
মনে হবে পরস্পরের প্রিয়প্রতিষ্ঠ মানব।

এই সব বোধ হয় আজ এই ভোরের আলোর পথে এসে
জুহুর সমুদ্রপারে, অগণন ঘোড়া ও ঘেসেড়াদের ভিড়ে।
এদের স্বজন, বোন, বাপ-মা ও ভাই, ট্যাঁক, ধর্ম মরেছে ;
তবুও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

সুবিনয় মুস্তফী

সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।
এক সাথে বেরাল ও বেরালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসাতে
এমন আশ্চর্য শক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার।
ইঁদুরকে খেতে-খেতে শাদা বেরালের ব্যবহার,
অথবা টুকরো হ'তে-হ'তে সেই ভারিক্কে ইঁদুর :
বৈকুণ্ঠ ও নরকের থেকে তারা দুইজনে কতোখানি দূর

ভুলে গিয়ে আধো আলো অন্ধকারে হেঁচকা মাটির পৃথিবীতে
আরো কিছুদিন বেঁচে কিছুটা আমেজ পেয়ে নিতে
কিছুটা সুবিধা ক'রে দিতে যেত— মাটির দরের মতো রেটে ;
তবুও বেদম হেসে খিল ধ'রে যেত ব'লে বেরালের পেটে
ইঁদুর 'হুররে' ব'লে হেসে খুন হ'তো সেই খিল কেটে-কেটে ।

অনুপম ত্রিবেদী

এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে ।
যদিও সে নেই আজ পৃথিবীর বড়ো গোল পেটের ভিতরে
সশরীরে ; টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তব্ধতা
এক পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই স্মরণীয় মানুষের কথা
হৃদয়ে জাগায়ে যায় ; টেবিলে বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয়
যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ-নিজ চিন্তার বিষয়
পরিশেষ ক'রে দিয়ে শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে
এখন ঘুমায়ে আছে— তাহাদের ঘুম ভেঙে দিতে
নিজের কুলুপ এঁটে পৃথিবীতে— ওই পারে মৃত্যুর তালা
ত্রিবেদী কি খোলে নাই ? তান্ত্রিক উপাসনা মিষ্টিক ইহুদী কাবালা
ঈশার শবোত্থান— বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্কস : তার ডান আর বাম কান ধ'রে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো ; এমন সময়
দু-পকেটে হাত রেখে ভ্রূকুটিল চোখে নিরাময়
জ্ঞানের চেয়েও তার ভালো লেগে গেল মাটি মানুষের প্রেম ;
প্রেমের চেয়েও ভালো মনে হ'লো একটি টোটেম :
উটের ছবির মতো— একজন নারীর হৃদয়ে ;
মুখে-চোখে আকৃতিতে মরীচিকা জয়ে
চলেছে সে ; জড়ায়েছে ঘিয়ের রঙের মতো শাড়ি ;
ভালো ক'রে দেখে নিলে [illegible] , অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী

দিব্য মহিলা এক ; কোথায় যে আঁচলের খুঁট ;
কেবলি উত্তরপাড়া ব্যাণ্ডেল কাশীপুর বেহালা খুরুট
ঘুরে যায় স্টালিন, নেহেরু, ব্লক, অথবা রায়ের বোঝা ব'য়ে,
ত্রিপাদ ভূমির পরে আরো ভূমি আছে এই বলির হৃদয়ে ?
তাহ'লে তা প্রেম নয় ; ভেবে গেল ত্রিবেদীর হৃদয়ের জ্ঞান।
জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দু-দিকের কান
টানে ব'লে বেঁচে থাকি— ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিলো টান।

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে দূরে— আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে !
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

আমরা যাইনি ম'রে আজো— তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় :
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন— এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ,
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে ;
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো— ঘুমে— ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে ;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

সমারূঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়— সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে— কবি নয়— অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ; দাঁত নেই— চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে— আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো— হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি

নিরঙ্কুশ

মালয় সমুদ্র পারে সে এক বন্দর আছে শ্বেতাঙ্গিনীদের।
যদিও সমুদ্র আমি পৃথিবীতে দেখে গেছি ঢের :
নীলাভ জলের রোদে কুয়ালালুম্পুর, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীন, বালি
অনেক ঘুরেছি আমি— তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

শাদা-শাদা ছোটো ঘর নারকেলখেতের ভিতরে
দিনের বেলায় আরো গাঢ় শাদা জোনাকির মতো ঝরঝরে।
শ্বেতাঙ্গদম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো
সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালী ভয় পায় ভ্রান্তিবশত,
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে কাঁদে সারাদিন।

বাণিজ্যবায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে
অভ্যুত্থান শুরু হ'লো এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে ;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পামগাছ— ঘোলা মদ— বেশ্যালয়— সেঁকো— কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়— উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস ;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা-শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা ক'রে রাখে ;
লাল কাঁকরের পথ— রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে :
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে নীলিমায় লীন।

গোধূলি সন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়— পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে— শব্দহীন— ভাঙা—
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল— রাঙা—

চুপে-চুপে ডুবে যায়— জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে ছাখে ; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস ;
নৃমুণ্ডের আবছায়া— নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ— মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো :
পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন ;
খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই ;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে

মেধাবিনী ; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই ; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে— বরুণে
ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে— জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব ; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক— কর্কট— তুলা— মীন।

একটি কবিতা

পৃথিবী প্রবীণ আরো হ'য়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে ;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
ও-প্রাসাদে কারা থাকে ? কেউ নেই— সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে— জ্বলিতেছে— মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়— দহেনাকো কিছু।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায় দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত
সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভিড় হাঁস ওই— একা ;
এখানে পেল না কিছু ; করুণ পাখায়

তাই তারা চ'লে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'লো মুখ দেখা।

২

রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়— আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে,
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে ;
সব কেরোসিন-অগ্নি ম'রে গেছে ; জলের ভিতরে আভা দ'হে যায়
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার পর ,
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের 'পরে ছুটে সারাদিন
হ'য়ে গেছে এখন পাথর ;
যে-সব যুবারা সিংহীগর্ভে জ'ন্মে পেয়েছিলো কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে— আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চ'লে গেছে নগরীকে শূন্য ক'রে দিয়ে—
সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে ;
গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুতি বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিতো তবু
একটি মানুষ কাছে পেলে ;
যে-মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটের সৈনিকেরা যে-সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে',
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে ;
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে
আঘাতে করিবে কোনখানে ?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন ব'লে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলেব ভিতরে এই অগ্নির মানে।

নাবিক

কোথাও তরণী আজ চ'লে গেছে আকাশ-রেখায়— তবে— এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হ'তে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক ;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রম আরো— ওই দিকে— সৈকতের পিছে
বন্দরের কোলাহল— পাম সারি ; তবু তার পরে স্বাভাবিক

স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে ;
গোধুম-খেতের ভিড়ে সাধারণ কৃষকের খেলার বিষয় ;
তবু তার পরে কোনো অন্ধকার ঘর থেকে অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়
বল্লমের মতো দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়—

আশ্চর্য সোনার দিকে চেয়ে থাকে ; নিরন্তর দ্রুত উন্মীলনে
জীবাণুরা উড়ে যায়— চেয়ে ছাখে— কোনো এক বিস্ময়ের দেশে।
হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু ?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে

অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও— দুপুরবেলায় ;
বৈশালীর থেকে বায়ু— গেৎসিমানি— আলেকজান্দ্রিয়ার
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে প'ড়ে অমায়িক সংকেতের মতো ;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার

প্রয়োজন র'য়ে গেছে— যতদিন স্ফটিক-পাখনা মেলে বোলতার ভিড়
উড়ে যায় রাঙা রৌদ্রে, এরোপ্লেনের চেয়ে প্রমিতিতে নিটোল সারস
নীলিমাকে খুলে ফেলে যতদিন ; ভুলের বুনানি থেকে আপনাকে মানবহৃদয় ;
উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি— নাবিক— অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।

খেতে প্রান্তরে

ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব
অবশেষে একদিন দেখেছে দু-তিন ধনু দূরে
কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
বলদের নিঃশব্দতা খেতের দুপুরে।
বাংলার প্রান্তরের অপরাহ্ন এসে
নদীর খাড়িতে মিশে ধীরে
বেবিলন লণ্ডনের জন্ম, মৃত্যু হ'লে—
তবুও রয়েছে পিছু ফিরে।
বিকেল এমন ব'লে একটি কামিন এইখানে
দেখা দিতে এলো তার কামিনীর কাছে ;
মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর
এক মাইল রৌদ্রে প'ড়ে আছে।

২

আবার বিকেলবেলা নিভে যায় নদীর খাড়িতে ;
একটি কৃষক শুধু খেতের ভিতরে
তার বলদের সাথে সারাদিন কাজ ক'রে গেছে,
শতাব্দী তীক্ষ্ণ হ'য়ে পড়ে।
সমস্ত গাছের দীর্ঘ ছায়া
বাংলার প্রান্তরে পড়েছে ;
এ-দিকের দিনমান— এ-যুগের মতো শেষ হ'য়ে গেছে,
না জেনে কৃষক চোত-বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে
চেয়ে দেখে থেমে আছে তবুও বিকাল ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ ব'লে মনে হয়
তবুও কি উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল।

৩

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই ;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে ;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিলো খেতে ;
সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।
আজ রাতে শিশিরের জল
প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি নিয়ে খেলা করে ;
কৃষাণের বিবর্ণ লাঙল,
ফালে ওপড়ানো সব অন্ধকার ঢিবি,
পোয়াটাক মাইলের মতন জগৎ
সারাদিন অন্তহীন কাজ ক'রে নিরুৎকীর্ণ মাঠে
প'ড়ে আছে সৎ কি অসৎ।

৪

অনেক রক্তের ধ্বকে অন্ধ হ'য়ে তারপর জীব
এইখানে তবুও পায়নি কোনো ত্রাণ ;
বৈশাখের মাঠের ফাটলে
এখানে পৃথিবী অসমান।
আর-কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
কেবল খড়ের স্তূপ প'ড়ে আছে দুই— তিন মাইল,
তবু তা সোনার মতো নয় ;
কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর-কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।
জলপিপি চ'লে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের স্বর শোনে ;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সংপ্রসারণে—
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে ?

চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্টিথ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি প্রতিশ্রুতি
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরে প্রাণ
চিনে-চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হ'য়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।

রাত্রি

হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে-হাইড্র্যাণ্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে; সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিক্‌শ ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে— হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে— দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে— টেরিটিবাজারে;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুনচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের স্বরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ,
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব— অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

লঘু মুহূর্ত

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হ'লো মন ;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল— রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিলো মুখ আচমন।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে রাঙা নদী বলে
সেইখানে ধোপা আর গাধা এসে জলে
মুখ দেখে পরস্পরের পিঠে চড়ে জাদুবলে।

তবুও যাবার আগে তিনটি ভিখিরী মিলে গিয়ে
গোল হ'য়ে ব'সে গেল তিন মগ চায়ে ;
একটি উজির, রাজা, বাকিটি কোটাল,
পরস্পরকে তারা নিলো বাৎলায়ে।
তবু এক ভিখিরিনী তিনজন খোঁড়া, খুড়ো, বেয়াইয়ের টানে—
অথবা চায়ের মগে কুটুম হয়েছে এই জ্ঞানে
মিলে মিশে গেল তারা চার জোড়া কানে।

হাইড্রান্ট থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভিতরে
জীবনকে আরো স্থির, সাধুভাবে তারা
ব্যবহার ক'রে নিতে গেল সোঁদা ফুটপাতে ব'সে ;
মাথা নেড়ে দুঃখ ক'রে ব'লে গেল : 'জলিফলি ছাড়া
চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ
এমন কি হ'তো জাঁহাবাজ ?
ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ।'

ব'লে তারা রামছাগলের মতো রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিলো এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাকচুন্নীকে।
এ-মেয়েটি হাঁস ছিলো একদিন হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার ক'রে দিলো তাকে আরেক গেলাস :
'আমাদের সোনা রুপো নেই, তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস ?'

এ-সব সফেন কথা শুনে এক রাতচরা ডাঁশ
লাফায়ে-লাফায়ে যায় তাহাদের নাকের ডগায় ;
নদীর জলের পারে ব'সে যেন, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটে
তাহারা গণনা ক'রে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায় ;
চুলের এঁটিলি মেরে গুনে গেল অন্যায় ন্যায় ;

কোথায় ব্যয়িত হয়— কারা করে ব্যয় ;
কী কী দেয়া-থোয়া হয়— কারা কাকে দেয় ;

কী ক'রে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহিন বাতাসে ;
মানুষটা ম'রে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
কেউ দেয়— বিনি দামে— তবে কার লাভ—
এই নিয়ে চারজনে ক'রে গেল ভীষণ সালিশী।
কেননা এখন তারা যেই দেশে যাবে তাকে উড়ো নদী বলে ;
সেইখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে
মুখ দ্যাখে— যতদিন মুখ দেখা চলে।

নাবিকী

হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ;
এ-রকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে
সময়ের কুয়াশায় ;
মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হ'তে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেছে।
মৃত্তিকার ওই দিক আকাশের মুখোমুখি যেন শাদা মেঘের প্রতি
এই দিকে ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক ;
কিছু নেই— তবুও অপেক্ষাতুর ;
হৃদয়স্পন্দন আছে— তাই অহরহ
বিপদের দিকে অগ্রসর ;
পাতালের মতো দেশ পিছে ফেলে রেখে
নরকের মর্তন শহরে
কিছু চায় ;
কী যে চায়।

যেন কেউ দেখেছিলো খণ্ডাকাশ যতবার পরিপূর্ণ নীলিমা হয়েছে,
যতবার রাত্রির আকাশ ঘিরে স্মরণীয় নক্ষত্র এসেছে,
আর তাহাদের মতো নরনারী যতবার
তেমন জীবন চেয়েছিলো,
যত নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গেছে রৌদ্রের আকাশে,
নদীর ও নগরীর
মানুষের প্রতিশ্রুতির পথে যত
নিরুপম সূর্যালোক জ্ব'লে গেছে— তার
ঋণ শোধ ক'রে দিতে গিয়ে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার।
মানবের অভিজ্ঞতা এ-রকম।
অভিজ্ঞতা বেশি ভালো হ'লে তবু ভয়
পেতে হ'তো ?
মৃত্যু তবে ব্যসনের মতো মনে হ'তো ?
এখন ব্যসন কিছু নেই।
সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির
সমুদ্রের যাত্রীর মতন
ভালো-ভালো নাবিক ও জাহাজের দিগন্তর খুঁজে
পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন নেশনের নিঃসহায় প্রতিভূর মতো
পরস্পরকে বলে, 'হে নাবিক, হে নাবিক তুমি—
সমুদ্র এমন সাধু, নীল হ'য়ে— তবুও মহান মরুভূমি ;
আমরাও কেউ নই—'
তাহাদের শ্রেণী যোনি ঋণ রক্ত রিরংসা ও ফাঁকি
উঁচু-নিচু নরনারী নিক্তিনিরপেক্ষ হ'য়ে আজ
মানবের সমাজের মতন একাকী
নিবিড় নাবিক হ'লে ভালো হয় ,
হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি।

উত্তরপ্রবেশ

পুরোনো সময় সুর ঢের কেটে গেল।
যদি বলা যেত :
সমুদ্রের পারে কেটে গেছে,
সোনার বলের মতো সূর্য ছিলো পুবের আকাশে—
সেই পটভূমিকায় ঢের
ফেনশীর্ষ ঢেউ,
উড়ন্ত ফেনার মতো অগণন পাখি।
পুরোনো বছর দেশ ঢের কেটে গেল
রোদের ভিতরে ঘাসে শুয়ে ;
পুকুরের জল থেকে কিশোরের মতো তৃপ্ত হাতে
ঠাণ্ডা পানিফল, জল ছিঁড়ে নিতে গিয়ে ;
চোখের পলকে তবু যুবকের মতো
মৃগনাভিঘন বড়ো নগরের পথে
কোনো এক সূর্যের জগতে
চোখের নিমেষ পড়েছিলো।

সেইখানে সূর্য তবু অস্ত যায়।
পুনরুদয়ের ভোরে আসে
মানুষের হৃদয়ের অগোচর
গম্বুজের উপরে আকাশে।
এ ছাড়া দিনের কোনো সুর
নেই ;
বসন্তের অন্ত সাড়া নেই।
প্লেন আছে :
অগণন প্লেন
অগণ্য এয়োরোড্রোম
র'য়ে গেছে।

চারিদিকে উঁচু-নিচু অন্তহীন নীড়—
হ'লেও বা হ'য়ে যেত পাখির মতন কাকলির
আনন্দে মুখর ;

সেইখানে ক্লান্তি তবু—
ক্লান্তি— ক্লান্তি ;
কেন ক্লান্তি
তা ভেবে বিস্ময় ;
সেইখানে মৃত্যু তবু ;
এই শুধু—
এই ;
চাঁদ আসে একলাটি ;
নক্ষত্রেরা দল বেঁধে আসে ;
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায় ;
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে
আপামর মানুষের হৃদয়ের অগোচর
রক্ত হেডলাইনের— রক্তের উপরে আকাশে ।
এ ছাড়া পাখির কোনো স্বর—
বসন্তের অন্য কোনো সাড়া নেই ।

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হ'য়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড়ো চেতনার লোকে ;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ ক'রে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ-ভোর নবীন ব'লে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়

সৃষ্টির তীরে

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে নিভে যায়— তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে :
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে,
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে ;
সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর ;
বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ-ব্যাপারে ;
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে ;
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন স্বর একটি ওংকার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।
এ-বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরনময় !
যুগে-যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।
কুইসলিং বানালো কি নিজ নাম— হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ'য়ে গেল লাল :
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল ;
পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।
এ কেমন পরিবেশে র'য়ে গেছি সবে—
বাক্‌পতি জন্ম নিয়েছিলো যেই কালে,
অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিলো স্বাভাবিক ভাবে পথ দিয়ে,
কী ক'রে তাহ'লে তারা এ-রকম ফিচেল পাতালে
হৃদয়ের জন-পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে ?
অথবা যে-সব লোক নিজের সুনাম ভালোবেসে
দুয়ার ও পরচুলা না এঁটে জানে না কোনো লীলা,
অথবা যে-সব নাম ভালো লেগে গিয়েছিলো : আপিলা চাপিলা
—রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেডবাস্কেট খেলো শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত, শত্রুর খোঁজে
সাত-পাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে ;
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে ;

অসৎপাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিলো ব'লে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হ'য়ে ওঠে কী যে উচাটন!
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন :
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।
ঘরের ভিতর কেউ খোয়ারি ভাঙছে ব'লে কপাটের জং
নিরস্ত হয় না তার নিজের ক্ষয়ের ব্যবসায়ে,
আগাগোড়া গৃহকেই চৌচির করেছে বরং ;
অরেঞ্জপিকোর ঘ্রাণ নরকের সরায়ের চায়ে
ক্রমেই অধিক ফিকে হ'য়ে আসে ; নানারূপ জ্যামিতিক টানের ভিতরে
স্বর্গ মর্ত্য পাতালের কুয়াশার মতন মিলনে
একটি গভীর ছায়া জেগে ওঠে মনে ;
অথবা তা' ছায়া নয়— জীব নয় সৃষ্টির দেয়ালের 'পরে।
আপাদমস্তক আমি তার দিকে তাকায়ে রয়েছি ,
গগ্যাঁর ছবির মতো— তবু গগ্যাঁর চেয়ে গুরু হাত থেকে
বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে-টায়ে ;
নিভে যায়— জ'লে ওঠে, ছায়া, ছাই, দিব্যযোনি মনে হয় তাকে।
স্বাতিতারা শুকতারা সূর্যের ইস্কুল খুলে
সে-মানুষ নরক বা মর্ত্যে বাহাল
হ'তে গিয়ে বৃষ মেষ বৃশ্চিক সিংহের প্রাতঃকাল
ভালোবেসে নিতে যায় কন্যা মীন মিথুনের কূলে।

তিমিরহননের গান

কোনো হ্রদে
কোথাও নদীর ঢেউয়ে
কোনো এক সমুদ্রের জলে
পরস্পরের সাথে দু-দণ্ড জলের মতো মিশে
সেই এক ভোরবেলা শতাব্দীর সূর্যের নিকটে
আমাদের জীবনের আলোড়ন—

হয়তো বা জীবনকে শিখে নিতে চেয়েছিলো।
অন্য এক আকাশের মতো চোখ নিয়ে
আমরা হেসেছি,
আমরা খেলেছি ;
স্মরণীয় উত্তরাধিকারে কোনো গ্লানি নেই ভেবে
একদিন ভালোবেসে গেছি।
সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো তবু—
তারার আলোর দিকে চেয়ে নিরালোক।
হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক।
সেই জের টেনে আজো খেলি।
সূর্যালোক নেই— তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্র সাধারণ
চেয়ে ছাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে ;
ওরা সব ওই পথে— তবু
মধ্যবিত্তমদির জগতে
আমরা বেদনাহীন— অন্তহীন বেদনার পথে।
কিছু নেই— তবু এই জের টেনে খেলি ;
সূর্যালোক প্রজ্ঞাময় মনে হ'লে হাসি ;
জীবিত বা মৃত রমণীর মতো ভেবে— অন্ধকারে—
মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী ?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

জুহু

সান্টা ক্রুজ থেকে নেমে অপরাহ্ণে জুহুর সমুদ্রপারে গিয়ে
কিছুটা স্তব্ধতা ভিক্ষা করেছিলো সূর্যের নিকটে থেমে সোমেন পালিত ;
বাংলার থেকে এত দূরে এসে— সমাজ, দর্শন, তত্ত্ব, বিজ্ঞান হারিয়ে,
প্রেমকেও যৌবনের কামাখ্যার দিকে ফেলে পশ্চিমের সমুদ্রের তীরে
ভেবেছিলো বালির উপর দিয়ে সাগরের লঘুচোখ কাঁকড়ার মতন শরীরে
ধবল বাতাস খাবে সারাদিন ; যেইখানে দিন গিয়ে বৎসরে গড়ায়—
বছর আয়ুর দিকে— নিকেল-ঘড়ির থেকে সূর্যের ঘড়ির কিনারায়
মিশে যায়— সেখানে শরীর তার নটকান-রক্তিম রৌদ্রের আড়ালে
অরেঞ্জস্কোয়াশ খাবে হয়তো বা, বোম্বায়ের 'টাইমস্'টাকে
বাতাসের বেলুনে উড়িয়ে,
বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসর অরুণিমা ঢেলে,
হাতির হাওয়ার লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদ্‌বুদদের। পিঠের ওপার থেকে তবু এক আশ্চর্য সংগত
দেখা দিলো ; ঢেউ নয়, বালি নয়, উনপঞ্চাশ বায়ু, সূর্য নয় কিছু—
সেই রলরোলে তিন চার ধনু দূরে-দূরে এয়োরোড্রোমের কলরব
লক্ষ্য পেলো অচিরেই— কৌতূহলে হৃষ্ট সব সুর
দাঁড়ালো তাহাকে ঘিরে বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতন প্রচুর ;
সকলেরই ঝিঁক চোখে— কাঁধের উপরে মাথা-পিছু
কোথাও দ্বিরুক্তি নেই মাথার ব্যথার কথা ভেবে।
নিজের মনের ভুলে কখন সে কলমকে খড়্গের চেয়ে
ব্যাপ্ত মনে ক'রে নিয়ে লিখেছে ভূমিকা, বই সকলকে সম্বোধন ক'রে!

কখন সে বজেট-মিটিং, নারী, পার্টি-পলিটিক্স, মাংস, মার্মালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো ;
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা, বেদুইন, সমুদ্রের তীর
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি— সান্টা ক্রুজে সব চেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর ? যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে
দুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার ক'রে তবু ঘরে
ব'সে আছে ; মুন্সী, সাভারকর, নরীম্যান তিন দৃষ্টিকোণ থেকে নেমে এসে
দেখে গেল, মহিলারা মর্মরের মতো স্বচ্ছ কৌতূহলভরে,
অব্যয় শিল্পীরা সব : মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে।

সময়ের কাছে

সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
সেই সব একদিন হয়তো বা কোনো এক সমুদ্রের পারে
আজকের পরিচিত কোনো নীল আভার পাহাড়ে
অন্ধকারে হাড়কঙ্করের মতো শুয়ে
নিজের আয়ুর দিন তবুও গণনা ক'রে যায় চিরদিন ;
নীলিমার থেকে ঢের দূরে স'রে গিয়ে,
সূর্যের আলোর থেকে অন্তর্হিত হ'য়ে :
পেপিরাসে— সেদিন প্রিন্টিং প্রেসে কিছু নেই আর ;
প্রাচীন চীনের শেষে নবতম শতাব্দীর চীন
সেদিন হারিয়ে গেছে।

আজকে মানুষ আমি তবুও তো— সৃষ্টির হৃদয়ে
হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল ;
আর এই মানবের আগামী কঙ্কাল ;
আর নব—
নব-নব মানবের তরে

কেবলি অপেক্ষাতুর হ'য়ে পথ চিনে নেওয়া—
চিনে নিতে চাওয়া ;
আর সে-চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা ;
(কেন এই ক্ষুধা—
কেনই সমাপ্তিহীন !)
যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,
যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল ;
আমি এই সব।

সময়ের সমুদ্রের পারে
কালকের ভোরে আর আজকের এই অন্ধকারে
সাগরের বড়ো শাদা পাখির মতন
দুইটি ছড়ানো ডানা বুক নিয়ে কেউ
কোথাও উচ্ছল প্রাণশিখা
জ্বালায়ে সাহস সাধ স্বপ্ন আছে— ভাবে।
ভেবে নিক— যৌবনের জীবন্ত প্রতীক : তার জয় !
প্রৌঢ়তার দিকে তবু পৃথিবীর জ্ঞানের বয়স
অগ্রসর হ'য়ে কোন আলোকের পাখিকে দেখেছে ?
জয়, তার জয়, যুগে-যুগে তার জয় !
ডোডো পাখি নয়।

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা— নবীনতা— শুভ্র মানবিকতার ভোর ?
নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া— তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।

হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে— সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন ?
নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে— তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে !
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে— 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

জনান্তিকে

তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই— তবু,
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই— তুমি
আজো এই পৃথিবীতে র'য়ে গেছ।
কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ,
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরে।
পাখি নেই।
মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি. অথবা বসন্তকাল ব'লে
আজ তার মানবকে কী ক'রে চেনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে ক'রে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।
দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হ'য়ে মৃত হ'য়ে স্তব্ধ হয় ;

এ ছাড়া নির্মল কোনো জননীতি নেই।
যে-মানুষ— যেই দেশ টি'কে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়— রাজ্য গড়ে— সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলি ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়
গ'ড়ে ওঠে।
এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হ'লে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চ'লে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়।
সকলের তরে নয়।
পঙ্গপালের মতো মানুষেরা চরে ;
ঝ'রে পড়ে।
এই সব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যাপ্ত হ'তে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে
চোখে থেকে যায়
আরো-এক আভা :
আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
হৃদয়ের নয়— তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
হ'য়ে তুমি র'য়ে গেছ।

তোমার মাথার চুলে কেবলি রাত্রির মতো চুল
তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুল
রাতের মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে
ধ'রে আছে।
তোমার হৃদয়ে গায়ে আমাদের জনমানবিক
রাত্রি নেই। আমাদের প্রাণে এক তিল

বেশি রাত্রির মতো আমাদের মানবজীবন
প্রচারিত হ'য়ে গেছে ব'লে—
নারি,
সেই এক তিল কম
আর্ত রাত্রি তুমি।

শুধু অন্তহীন ঢল, মানব-খচিত সাঁকো, শুধু অমানব নদীদের
অপর নারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে ;
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
র'য়ে গেছে।
নিজের নুড়ির 'পরে সারাদিন নদী
সূর্যের— স্বরের বীথি, তবু
নিমেষে উপল নেই— জলও কোন অতীতে মরেছে ;
তবুও নবীন নুড়ি— নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী ;
জানি আমি জানি আদি নারী শরীরিণীকে স্মৃতির
(আজকে হেমন্ত ভোরে) সে কবের আঁধার অবধি ;
সৃষ্টির ভীষণ অমা ক্ষমাহীনতায়
মানবের হৃদয়ের ভাঙা নীলিমায়
বকুলের বনে মনে অপার রক্তের ঢলে গ্রেশিয়ারে জলে
অসতী না হ'য়ে তবু স্মরণীর অনন্ত উপলে
প্রিয়াকে পীড়ন ক'রে কোথায় নভের দিকে চলে।

সূর্যতামসী

কোথাও পাখির শব্দ শুনি ;
কোনো দিকে সমুদ্রের স্বর ;
কোথাও ভোরের বেলা র'য়ে গেছে— তবে।

অগণন মানুষের মৃত্যু হ'লে— অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে,
এ কোন সিন্ধুর স্বর:
মরণের— জীবনের?
এ কি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।
একটি রাত্রির ব্যথা স'য়ে—
সময় কি অবশেষে এ-রকম ভোরবেলা হ'য়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে ক'রে জেগে ওঠে?
কোথাও ডানার শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের স্বর—
দক্ষিণের দিকে,
উত্তরের দিকে,
পশ্চিমের পানে।
সৃজনের ভয়াবহ মানে,
তবু জীবনের বসন্তের মতন কল্যাণে
সূর্যালোকিত সব সিন্ধু-পাখিদের শব্দ শুনি;
ভোরের বদলে তবু সেইখানে রাত্রি-করোজ্জ্বল
ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ— তুমি?
সার্থবাহ, সার্থবাহ, ওই দিকে নীল
সমুদ্রের পরিবর্তে আটলান্টিক চার্টার নিখিল মরুভূমি!
বিলীন হয় না মায়ামৃগ— নিত্য দিকদর্শিন;
অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস
যা জেনেছে— যা শেখেনি—
সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মতো জ্ব'লে
জাগে না কি হে জীবন— হে সাগর—
শকুন্ত-ক্রান্তির কলরোলে।

বিভিন্ন কোরাস

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান ;
এ-রকম একদিন মনে হয়েছিলো ;
অনেক নিকটে তবু সেই ঘোর ঘনায়েছে আজ ;
আমাদের উঁচু-নিচু দেয়ালের ভিতরে খোড়লে
ততোধিক গুনাগার আপনার কাজ
ক'রে যায় ; ঘরের ভিতর থেকে খ'সে গিয়ে সন্ততির মন
বিভীষণ, নৃসিংহের আবেদন পরিপাক ক'রে
ভোরের ভিতর থেকে বিকেলের দিকে চ'লে যায়,
রাতকে উপেক্ষা ক'রে পুনরায় ভোরে
ফিরে আসে , তবুও তাদের কোনো বাসস্থান নেই,
যদিও বিশ্বাসে চোখ বুজে ঘর করেছি নির্মাণ
ঢের আগে একদিন , গ্রাসাচ্ছাদন নেই তবুও তাদের,
যদিও মাটির দিকে মুখ রেখে পৃথিবীর ধান
রুয়ে গেছি একদিন , অন্য সব জিনিস হারায়ে,
সমস্ত চিন্তার দেশ ঘুরে তবু তাহাদের মন
অলোকসামান্যভাবে সুচিন্তাকে সুচিন্তাকে অধিকার ক'রে
কোথাও সম্মুখে পথ, পশ্চাদ্‌গমন
হারায়েছে—উতরোল নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি ; কাজ ক'রে চ'লে গেছি অর্থভোগ ক'রে ,
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি ,
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে ক'রে নিয়ে ঢের পাপ ক'রে, পাপকথা উচ্চারণ ক'রে,
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা

হারাইনি ; তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।
নগরীর রাজপথে মোড়ে-মোড়ে চিহ্ন প'ড়ে আছে ;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবুও আতঙ্কে হিম-- হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাছে।
আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চ'লে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে ;
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই— পথ নেই ব'লে,
যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি যথাস্থানে
র'য়ে যায়, শতাব্দীর শেষ হ'লে এ-রকম আবিষ্ট নিয়ম
নেমে আসে, বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে :
খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।

২

নিকটে মরুর মতো মহাদেশ ছড়ায়ে রয়েছে .
যতদূর চোখ যায়— অনুভব করি ;
তবু তাকে সমুদ্রের তিতীবুর্ আলোর মতো মনে ক'রে নিয়ে
আমাদের জানালায় অনেক মানুষ.
চেয়ে আছে দিনমান হেঁয়ালির দিকে।
তাদের মুখের পানে চেয়ে মনে হয়
হয়তো বা সমুদ্রের স্বর শোনে তারা.
ভীত মুখশ্রীর সাথে এ-রকম অনন্য বিস্ময়
মিশে আছে, তাহারা অনেক কাল আমাদের দেশে
ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে শারীরিক জিনিসের মতো ;
পুরুষের পরাজয় দেখে গেছে বাস্তব দৈবের সাথে রণে ;
হয়তো বস্তুর বল জিতে গেছে প্রজ্ঞাবশত ,
হয়তো বা দৈবের অজেয় ক্ষমতা—
নিজের ক্ষমতা তার এত বেশি ব'লে
শুনে গেছে ঢের দিন আমাদের মুখের ভণিতা ;
তবুও বক্তৃতা শেষ হ'য়ে যায় বেশি করতালি শুরু হ'লে।

এরা তাহা জানে সব।
আমাদের অন্ধকারে পরিত্যক্ত খেতের ফসল
ঝাড়ে-গোছে অপরূপ হ'য়ে উঠে তবু
বিচিত্র ছবির মায়াবল।
ঢের দূরে নগরীর নাভির ভিতরে আজ ভোরে
যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই তাহাদের অবিকার মন
শৃঙ্খলায় জেগে উঠে কাজ করে— রাত্রে ঘুমায়
পরিচিত স্মৃতির মতন।
সেই থেকে কলরব, কাড়াকাড়ি, অপমৃত্যু, ভ্রাতৃবিরোধ,
অন্ধকার সংস্কার, ব্যাজস্তুতি, ভয়, নিরাশার জন্ম হয়।
সমুদ্রের পরপার থেকে তাই স্মিতচক্ষু নাবিকেরা আসে ;
ঈশ্বরের চেয়ে স্পর্শমন
আক্ষেপে প্রস্তুত হ'য়ে অর্ধনারীশ্বর
তরাইয়ের থেকে লুব্ধ বঙ্গোপসাগরে
সুকুমার ছায়া ফেলে সূর্যিমামার
নাবিকের লিবিডোকে উদ্বোধিত করে।

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত
হ'য়ে উঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি ,
অসংখ্য সূর্যের চোখে তরঙ্গের আনন্দে গড়ায়ে
ডাইনে আর বাঁয়ে
চেয়ে ত্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা ;
উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ঠেকে পুনরায় নতুন গরিমা
পেতে চায় ধোঁয়া, রক্ত, অন্ধ আঁধারের খাত বেয়ে ,
ঘাসের চেয়েও বেশি মেয়ে ;
নদীর চেয়েও বেশি উনিশশো তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, উৎক্রান্ত পুরুষের হাল

কামানের উর্ধ্বে রৌদ্রে নীলাকাশে অমল মরাল
ভারতসাগর ছেড়ে উড়ে যায় অন্য এক সমুদ্রের পানে—
মেঘের ফোঁটার মতো স্বচ্ছ, গড়ানে,
সুবাতাস কেটে তারা পালকের পাখি তবু;
ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে
ইস্পাতের সূচীমুখ ফুটে ওঠে ওদের কাঁধের 'পরে
নীলিমার তলে,
অবশেষে জাগরূক জনসাধারণ আজ চলে?
হিংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়
চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?
মহাসাগরের জল কখনো কি সংবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিলো স্থির-
নিজের জলের ফেনশির
নীড়কে কি চিনেছিলো তনুবাত নীলিমার নিচে?
না হ'লে উচ্ছল সিন্ধু মিছে?
তবুও মিথ্যা নয়: সাগরের বালি পাতালের কালি ঠেলে
সময়প্রখ্যাত গুণে অন্ধ হ'য়ে, পরে আলোকিত হ'য়ে গেলে।

মাঘসংক্রান্তির রাতে

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।
অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব-হৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্ব'লে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্কশিখায়;
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হ'য়ে গেলে
মুখে যা বলোনি, নারি, মনে যা ভেবেছো তার প্রতি

লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে— তুমি হ'বে সে-সবের জ্যোতি।

সূর্য নক্ষত্র নারী

তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিলো
সব চেয়ে আগে ; জানি আমি।
সে-দিনও তোমার সাথে মুখ-চেনা হয় নাই।
তুমি যে এ-পৃথিবীতে র'য়ে গেছ
আমাকে বলেনি কেউ।
কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল
র'য়ে গেছে ;—
যে যার নিজের কাজে আছে, এই অনুভবে চ'লে
শিয়রে নিয়ত স্ফীত সূর্যকে চেনে তারা ;
আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর
কোনো জল কী ক'রে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের ?
তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি ;—
আমার চোখের থেকে নিমেষনিহত
সূর্যকে সরায়ে দিয়ে।

স'রে যেত ; তবুও আয়ুর দিন ফুরোবার আগে
নব-নব সূর্যকে কে নারীর বদলে
ছেড়ে দেয় ? কেন দেব ? সকল প্রতীতি উৎসবের
চেয়ে তবু বড়
স্থিরতর প্রিয় তুমি ;— নিঃসূর্য নির্জন
ক'রে দিতে এলে।
মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে আমি যদি মিলিত হতাম
তোমার উৎসের সাথে, তবে আমি অন্য সব প্রেমিকের মতো
বিরাট পৃথিবী আর সুবিশাল সময়কে সেবা ক'রে আত্মস্থ হতাম।

তুমি তা জানো না, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি ;—
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিলো, নেই ;— বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায় ;— মানুষ অপরিজ্ঞাত সে-অমায় , তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায় !
আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে কোথায় চলেছি !

২

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার র'য়ে গেছে, নারি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরো ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই, যা জ্বালালে
তোমার শরীর সব আলোকিত ক'রে দিয়ে স্পষ্ট ক'রে দেবে কোনো কালে
শরীরে যা র'য়ে গেছে।
এই সব ঐশী কাল ভেঙে ফেলে দিয়ে
নতুন সময় গ'ড়ে নিজেকে না গ'ড়ে তবু তুমি
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবার হেতু
অনুভব করেছিলে ;—
জন্ম-জন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো
তোমার হৃদয় স্পর্শ করে ব'লে আজ
আমাকে ইশারাপাত ক'রে গেলে তারি ;—
অপার কালের স্রোত না পেলে কী ক'রে তবু, নারি,
তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে—
তোমার নিবিড় নিজ চোখ এসে নিজের বিষয় নিয়ে যাবে ?
সময়ের কক্ষ থেকে দূর কক্ষে চাবি
খুলে ফেলে তুমি অন্য সব মেয়েদের
আত্মঅন্তরঙ্গতার দান
দেখায়ে অনন্তকাল ভেঙে গেলে পরে,
যে-দেশে নক্ষত্র নেই— কোথাও সময় নেই আর—
আমারো হৃদয়ে নেই বিভা—
দেখাবে নিজের হাতে— অবশেষে— কী মকরকেতনে প্রতিভা।

তুমি আছো জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে-অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিলো অন্য-কোনো নাম
অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দ্বীপান্তীত লক্ষ্যে অবিরাম চ'লে যাওয়া।
শোককে স্বীকার ক'রে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বলতায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।
আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে বিদ্যুতের মতো
তুমি যে শরীর নিয়ে র'য়ে গেছ, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু— হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে ?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ ?—
ভাবি আমি ;— জানি আমি, তবু
সে-কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই ;—
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার
দেহের প্রতিভূ হ'য়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে।

তবু

সে অনেক রাজনীতি রুগ্ন নীতি মারী
মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে
উঠে এসে এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার
বছরে বয়সী আমি ;
বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে
চ'লে যেতে দেখে— তবু— অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা ক'রে

এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি;
আজ ভোরে বাংলার তেরোশো চুয়ান্ন সাল এই
কোথাও নদীর জলে নিজেকে গণনা ক'রে নিতে ভুলে গিয়ে
আগামী লোকের দিকে অগ্রসর হ'য়ে যায়; আমি
তবুও নিজেকে রোধ ক'রে আজ থেমে যেতে চাই
তোমার জ্যোতির কাছে; আড়াই হাজার
বছর তাহ'লে আজ এইখানে শেষ হ'য়ে গেছে।

নদীর জলের পথে মাছরাঙা ডানা বাড়াতেই
আলো ঠিকরায়ে গেছে— যারা পথে চ'লে যায় তাদের হৃদয়ে;
সৃষ্টির প্রথম আলোর কাছে; আহা,
অন্তিম আভার কাছে; জীবনের যতিহীন প্রগতিশীলতা
নিখিলের স্মরণীয় সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে; দেখ
পাখি চলে, তারা চলে, সূর্য মেঘে জ্ব'লে যায়, আমি
তবুও মধ্যম পথে দাঁড়ায়ে রয়েছি— তুমি দাঁড়াতে বলোনি।
আমাকে দেখনি তুমি; দেখাবার মতো
অপব্যয়ী কল্পনার ইন্দ্রত্বের আসনে আমাকে
বসালে চকিত হ'য়ে দেখে যেতে যদি— তবু, সে-আসনে আমি
যুগে-যুগে সাময়িক শক্রদের বসিয়েছি, নারি,
ভালোবেসে ধ্বংস হ'য়ে গেছে তারা সব।
এ-রকম অন্তহীন পটভূমিকায়— প্রেমে—
নতুন ঈশ্বরদের বার-বার লুপ্ত হ'তে দেখে
আমারো হৃদয় থেকে তরুণতা হারায়ে গিয়েছে;
অথচ নবীন তুমি।

নারি, তুমি সকালের জল উজ্জ্বলতা ছাড়া পৃথিবীর কোনো নদীকেই
বিকেলে অপর ঢেউয়ে খরশান হ'তে
দিতে ভুলে গিয়েছিলে; রাতের প্রখর জলে নিয়ন্তির দিকে
ব'হে যেতে দিতে মনে ছিলো কি তোমার?
এখনও কি মনে নেই?

আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলি শিথিল হ'য়ে যায় ; তবু তুমি
সেই শিথিলতা নও, জানি, তবু ইতিহাসরীতিপ্রতিভার
মুখোমুখি আবছায়া দেয়ালের মতো নীল আকাশের দিকে
ঊর্ধ্বে উঠে যেতে চেয়ে তুমি
আমাদের দেশে কোনো বিশ্বাসের দীর্ঘ তরু নও।

তবু
কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্ব'লে ওঠে রোদে!
উদয় সমাপ্ত হ'য়ে গেছে নাকি সে অনেক আগে?
কোথাও বাতাস নেই, তবু
মর্মরিত হ'য়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে।
কোনো পাখি
কালের ফোকরে আজ নেই, তবু, নব সৃষ্টিমরালের মতো কলস্বরে
কেন কথা বলি ; কোনো নারী
নেই, তবু আকাশহংসীর কণ্ঠে ভোরের সাগর উতরোল।

পৃথিবীতে

শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকালবেলায়
কোনো এক কবি ব'সে আছে ;
অথবা সে কারাগারে ক্যাম্পে অন্ধকারে :
তবুও সে প্রীত অবহিত হ'য়ে আছে

এই পৃথিবীর রোদে— এখানে রাত্রির গন্ধে— নক্ষত্রের তরে।
তাই সে এখানকার ক্লান্ত মানবীয় পরিবেশ
সুস্থ ক'রে নিতে চায় পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো,
সব ভবিতব্যতার অন্ধকারে দেশ

মিশে গেলে ; জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
পেতে হ'লে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হ'য়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হ'তো।

এই সব দিনরাত্রি

মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।
এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই ;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই ;
শরীর বিবশ হ'লে অবশেষে ট্রেড-ইউনিয়নের
কংগ্রেসেব মতো কোনো আশা হতাশার
কোলাহল নেই।

অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে
এরা তবু মৃত নয় ; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।
নামগুলো কুশ্রী নয়, পৃথিবীর চেনা-জানা নাম এই সব।
আমরা অনেক দিন এ-সব নামের সাথে পরিচিত ; তবু,
গৃহ নীড় নির্দেশ সকলি হারায়ে ফেলে ওরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে ;

জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে,
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।

মেডিকেল ক্যাম্বেলের বেলগাছিয়ার
যাদবপুরের বেড কাঁচড়াপাড়ার বেড সব মিলে কতগুলো সব?
ওরা নয়— সহসা ওদের হ'য়ে আমি
কাউকে শুধায়ে কোনো ঠিকমতো জবাব পাইনি।
বেড আছে, বেশি নেই— সকলের প্রয়োজনে নেই।
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।
বটতলা মুচিপাড়া তালতলা জোড়াসাঁকো— আরো ঢের ব্যর্থ অন্ধকারে
যারা ফুটপাত ধ'রে অথবা ট্রামের লাইন মাড়িয়ে চলছে
তাদের আকাশ কোন দিকে?
জানু ভেঙে প'ড়ে গেলে হাত কিছুক্ষণ আশাশীল
হ'য়ে কিছু চায়— কিছু খোঁজে;
এ ছাড়া আকাশ আর নেই।

তাদের আকাশ
সর্বদাই ফুটপাতে,
মাঝে-মাঝে এম্বুলেনস্ গাড়ির ভিতরে
রণক্লান্ত নাবিকেরা ঘরে
ফিরে আসে
যেন এক অসীম আকাশে।

এ রকম ভাবে চ'লে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হ'য়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
বেহালা পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
শহরের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে

হাঘরে হাভাতেদের তরে
অনেক বেডের প্রয়োজন ;
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে ,
বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।
হাসপাতালের জন্যে যাহাদের অমূল্য দাদন,
কিংবা যারা মরণের আগে মৃতদের
জাতিধর্ম নির্বিচারে সকলকে— সব তুচ্ছতম আতঁকেও
শরীরের সান্ত্বনা এনে দিতে চায়,
কিংবা যারা এই সব মৃত্যু রোধ ক'রে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়।
মানুষের অনিঃশেষ কাজ চিন্তা কথা
রক্তের নদীর মতো ভেসে গেলে, তারপর, তবু, এক অমূল্য মুগ্ধতা
অধিকার ক'রে নিয়ে ক্রমেই নির্মল হ'তে পারে।

ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায় ,
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে , মানুষের মন
জানে জীবনের মানে : সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন।
কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়— অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর ,
যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ,
মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।
কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর

সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়।

মনে পড়ে কবে এক রাত্রির স্বপ্নের ভিতরে
শুনেছি একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারী
কেমন আশ্চর্য গান গায় ;
বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায় ;
গানের ঝংকারে যেন সে এক একান্ত শ্যাম দেবদারু গাছে
রাত্রির বর্ণের মতো কালো-কালো শিকারী বেড়াল
প্রেম নিবেদন করে আলোর রঙের মতো অগণন পাখিদের কাছে ;
ঝর্ ঝর্ ঝর্
সারারাত শ্রাবণের নির্গলিত ক্লেদরক্ত বৃষ্টির ভিতর
এ-পৃথিবী ঘুম স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস
শঠতা রিরংসা মৃত্যু নিয়ে
কেমন প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সংগীতে
মৃত্যুর ব্যাদান সাধ দুর্দান্ত গণিকালয়— নরক শ্মশান হ'লো সব।
জেগে উঠে আমাদের আজকের পৃথিবীকে এ-রকম ভাবে অনুভব
আমিও করেছি রোজ সকালের আলোর ভিতরে
বিকেলে— রাত্রির পথে হেঁটে ;
দেখেছি রজনীগন্ধা নারীর শরীর অন্ন মুখে দিতে গিয়ে
আমরা অঙ্গার রক্ত : শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে :

এ-আগুন এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনো ?
তবুও সকল কাল শতাব্দীকে হিসেব নিকেশ ক'রে আজ
শুভ কাজ সূচনার আগে এই পৃথিবীর মানবহৃদয়
স্নিগ্ধ হয়— বীতশোক হয় ?
মানুষের সব গুণ শান্ত নীলিমার মতো ভালো ?
দীনতা : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো।

এইখানে সূর্যের

এইখানে সূর্যের ততদূর উজ্জ্বলতা নেই।
মানুষ অনেক দিন পৃথিবীতে আছে।
'মানুষের প্রয়াণের পথে অন্ধকার
ক্রমেই আলোর মতো হ'তে চায় ;'—
ওরা বলে, ওরা আজো এই কথা ভাবে।
একদিন সৃষ্টির পরিধি ঘিরে কেমন আশ্চর্য এক আভা
দেখা গিয়েছিলো ; মাদালীন দেখেছিলো— আরো কেউ-কেউ ,
অম্বাপালী সুজাতা ও সংঘমিত্রা পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের
আড়ালে আর-এক আলো দেখেছিলো ,
হয়তো তা লুপ্ত এক বড়ো পৃথিবীর
আলোকের নিজ গুণ,
অথবা তখনকার মানুষের চোখের ও হৃদয়ের দোষ।

এই বিশ শতকে এখন
মানুষের কাছে আলো আঁধারের আর-এক রকম মানে :
যেখানে সূর্যের আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই
সেইখানে অন্ধকার ,
যেখানে চিন্তার ধারা রীতিহীন – শব্দের প্রয়োগ অসংগত—
প্রাণের আবেগ ঢের শতকের আপ্রাণ চেষ্টায়
যেখানে সহিষ্ণু স্থির মানুষের সাধনার ফলে
বিপ্লবিনী নদীর বাঁধের মতো হ'য়ে— তবু কোনো একদিন
কেন যেন জলের গর্জনে আলুলায়িত হয়েছে
সেখানে (ওদের মতে) আলো নেই ;
অথবা নিজেকে নিজে প্রতিহত ক'রে ফেলে আলো
সেইখানে অন্ধকার।

মনীষীরা এ-রকম ভাবে আজ শুদ্ধ চিন্তা করে,
সমাজের কল্যাণ চায়,

দিক নির্ণয় করে।
অটুট বাঁধের মতো মনে হয় জ্ঞানীদের মন যেন—
টেনিসির দামোদর অথবা কোশীর।
তবুও আগুন জল বাতাসের প্লাবনের মানে
সেতু ভেঙে নব সেতু প্রণয়ন, আজ তা আত্মস্থ সেতু জানে?
মাঝে-মাঝে বাসুকির লিপ্ত মাথা টলে,
ক্লান্ত হ'য়ে শান্তি পায় অপরূপ প্রলয়-কম্পনে,
পৃথিবীর বন্দিনীরা হেসে ওঠে।···
রেলের লাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায়
সুখ আছে, স্বস্তি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই।
অনেক কল্যাণশীল নগর জাগছে;
সেইখানে দিনে সূর্য নিজে,
নিয়ন টিউব গ্যাস রাত্রির;
উন্মুক্ত বন্দর সব নীল সমুদ্রের
পারে-পারে মানুষ ও মেশিনের যৌথ শক্তিবলে
নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে।
সূর্য ভারত চীন মিশরের ক্যালডিয়ার আদিম ভোরের
প্রাথমিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে?

দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এলে শাদা ডানার ঝিলিকে
আলো ঠিকরিয়ে গেলে বুঝেছি সংবাদবাহী আশ্চর্য পায়রা
উড়ে যায় সূর্যকে টুকরো ক'রে ফেলে;
খণ্ড আলোর মতো সঞ্চারিত করেছে আবেগে
প্রকৃতিতে, কোনো-কোনো মানুষের বুকে, তারপর
মানুষের সাধারণ ভাবনার বজেট ইনকম-ট্যাক্স প্রভৃতি বিষয়ে
ঠেকে নিভে গেছে।

উৎসব হৃদয় মনে কাজ ক'রে গেছে একদিন:
সমুদ্রের নীল পথে মহেন্দ্র চলেছে—

সমস্ত ভারত শিলালিপির উদ্যমে আনন্দে ভ'রে গেছে,
এ-রকম উৎসাহের দিন আজ তবুও তো নেই আর?
আমাদের কাজ আজ ছক ছলা, কিছু দূর চিন্তার সাধুতা
ততদূর শব্দযোজনার সর্ক সংগতি নিয়ে;
মাঝে-মাঝে হৃদয়েরও খুচরো টুকরো ব্যবহারে,
(শাদা কালো রং এসে বার-বার— কেবলি মিশছে অন্ধকারে)
সে-হৃদয় মানুষের আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায়
শচীর মতন এসে দাঁড়াচ্ছে;
অথবা সে ইন্দ্রাণীকে ভেদ ক'রে অহল্যার মতো,
সহস্র চোখ না যোনি এতদিন পরে আজ কলকাতায় ইন্দ্রের শরীরে?

ইন্দ্র আজ এরা— ওরা,
ইন্দ্রের আসনে আজ বেটপ্‌কা অন্তত বসা যায়
শুল্ক আয়কর সুদ— বেশি খুদ অন্নকে অস্পষ্টভাবে দিলে।

*   *   *

আজো তবু অবিরাম প্রয়াণ চলেছে মানুষের:
শব্দের অঙ্গার থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো ভাষা জ্ঞান
জ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন শববাহনের শক্তি খুঁজে তবু প্রেম
পাওয়া যায় কিনা তার অক্লান্ত সন্ধানে?
মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে
আবার যুদ্ধের ছায়া;
পটভূমি দ্রুত স'রে গেলে রূঢ় দেয়ালের মুখোমুখি এসে
আমরা স্বর্গের যেই প্রাণ উজ্জ্বলতা
চীনে কুরুবর্ষে গ্রীসে বেথলেহেমে হারিয়ে ফেলেছি—
তাকে শিশুসরলতা মূর্খের আরাধ্য স্বর্গ ভেবে
সূর্যের মধ্যন্দিন বড়ো ভাস্বরতা
এখনও পাইনি খুঁজে।

এখানে দিনের— জীবনের স্পষ্ট বড়ো আলো নেই ;
ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এখনো আসেনি।
চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাকজ্যোৎস্না ছায়ার ভিতরে
আহত নগরীগুলো কোনো এক মৃত পৃথিবীর
ভেতরের চিহ্ন ব'লে মনে হয় ; তবু
মৃত্যু এক শেষ শান্ত পবিত্রতা ;
আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ নগরগুলো সে-রকম
আন্তরিকভাবে মৃত নয়।

বাজারদরের চেয়ে বেশি কালো টাকা ঘুষ দিয়ে
জীবনকে পাওয়া যাবে ভেবে
যেন কোনো জীবনের উৎস-অন্বেষণে তারা সকলে চলেছে ;
পরস্পরের থেকে দূরে থেকে ; ছিন্ন হ'য়ে ; বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে— অথবা নিজের দেশ— নিজের নেশন
সবের উপর সত্য মনে ক'রে ; —জ্ঞানপাপে, অস্পষ্ট আবেগে।

মানুষের সকল ঘটনা গল্প নিষ্ফলতা সফলতা যদি হাইড্রোজেনে
পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় তবে হ'য়ে যাক :
এ-রকম অপূর্ব অপ্রীতি চারিদিকে
আমাদের রক্তের ভেতরে অনুরণিত হচ্ছে।

কোথাও সার্থককাম কেউ নয় ;
আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটো বড়ো সফলতা সব
মুষ্টিমেয় মানুষের যার-যার নিজের জিনিস,
কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়
এইখানে মর্মে কীট র'য়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে
রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে।

প্রকৃতি আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজন-মতো তাতে নির্মলতা আছে
আরো কিছু আছে তাতে ; যেন মানুষের সব-রকম প্রার্থনা
মিটিয়ে বা না-মিটিয়ে প্রকৃতি ঘাসের শীর্ষে একফোঁটা নিঃশব্দ শিশিরে
নিঃশব্দ শিশিরকণা— সব মূল্য বিনাশের তীরে।

পাখিদের ডানা-পালকের থেকে বিকেলের আলো
নিভে গেলে রাত্রির নক্ষত্রেরা হৃদয়ের আচ্ছন্নতা নেড়ে
বাতাসের মুক্ত প্রবাহের মতো ; যেন কোনো ঘুমন্তের মনে
কথা কাজ চিন্তা স্বপ্ন অকুতোভয়তা
নিজের স্বদেশে এলো।

চারিদিকে অবিরল নিমিত্তের ভাগীর মতন
এই সব আকাশ নক্ষত্র নীড় জল ;
মানুষের দিনরাত্রি প্রণয়নে অহেতুক নির্দেশের মতো
র'য়ে গেছে শতাব্দীর আঁধারে আলোয়।
কেউ তাকে না বলতে এ-পৃথিবী সকালের গভীর আলোয়
দেখা দেয় ; কেউ তাকে না চাইতে তবু ইতিহাসে
দুপুরের ঢেউ তার কেমন কর্কশ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে ;
নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
মৃত রক্তে ভ'রে যায় ; সময় সন্দিগ্ধ হ'য়ে প্রশ্ন করে, 'নদী,
নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি ? মানুষের হৃদয়ের থেকে ?'

লোকেন বোসের জর্নাল

সুজাতাকে ভালোবাসতাম আমি—
এখনো কি ভালোবাসি ?
সেটা অবসরে ভাববার কথা,
অবসর তবু নেই ;

তবু একদিন হেমন্ত এলে অবকাশ পাওয়া যাবে ;
এখন শেল্‌ফে চার্বাক ফ্রয়েড প্লেটো পাভ্‌লভ্‌ ভাবে
সুজাতাকে আমি ভালোবাসি কিনা।

পুরোনো চিঠির ফাইল কিছু আছে :
সুজাতা লিখেছে আমার কাছে,
বারো তেরো কুড়ি বছর আগের সে-সব কথা ;
ফাইল নাড়া কী যে মিহি কেরানীর কাজ ;
নাড়বো না আমি,
নেড়ে কার কী সে লাভ ;
মনে হয় যেন অমিতা সেনের সাথে সুবলের ভাব,
সুবলেরই শুধু ? অবশ্য আমি তাকে
মানে এই— এই অমিতা বলছি যাকে—
কিন্তু কথাটা থাক ;
কিন্তু তবুও—
আজকে হৃদয় পথিক নয় তো আর,
নারী যদি মৃগতৃষ্ণার মতো— তবে
এখন কী ক'রে মন কারাভান হবে।

প্রৌঢ় হৃদয়, তুমি
সেই সব মৃগতৃষ্ণিকাতালে ঈষৎ সিমুমে
হয়তো কখনো বৈশাখ মরুভূমি,
হৃদয়, হৃদয় তুমি।
তারপর তুমি নিজের ভিতরে ফিরে এসে তবু চুপে
মরীচিকা জয় করেছো বিনয়ী যে ভীষণ নামরূপে—
সেখানে বালির সৎ নীরবতা ধুধু
প্রেম নয় তবু প্রেমেরই মতন শুধু।

অমিতা সেনকে সুবল কি ভালোবাসে ?
অমিতা নিজে কি তাকে ?
অবসর মতো কথা ভাবা যাবে,
ঢের অবসর চাই ;
দূর ব্রহ্মাণ্ডকে তিলে টেনে এনে সমাহিত হওয়া চাই ,
এখুনি টেনিসে যেতে হবে তবু,
ফিরে এসে রাতে ক্লাবে ,
কখন সময় হবে।

হেমন্তে ঘাসে নীল ফুল ফোটে--
হৃদয় কেন যে কাঁপে,
'ভালোবাসতাম'-- স্মৃতি— অঙ্গার— পাপে
তর্কিত কেন রয়েছে বর্তমান।
সে-ও কি আমায়— সুজাতা আমায় ভালোবেসে ফেলেছিলো ?
আজো ভালোবাসে না কি ?
ইলেকট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হ'য়ে রবে ;
কোনো অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে ?

সুজাতা এখন ভুবনেশ্বরে ,
অমিতা কি মিহিজামে ?
বহুদিন থেকে ঠিকানা না জেনে ভালোই হয়েছে— সবই।
ঘাসের ভিতরে নীল শাদা ফুল ফোটে হেমন্তরাগে ;
সময়ের এই স্থির এক দিক,
তবু স্থিরতর নয় ;
প্রতিটি দিনের নতুন জীবাণু আবার স্থাপিত হয়।

তোমাকে ভালোবেসে

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্মপাতার জল ;
তবুও এ-জল কোথার থেকে এক নিমেষে এসে
কোথায় চ'লে যায় ;
বুঝেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে
রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।

আমার মনে অনেক জন্ম ধ'রে ছিলো ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছো পদ্মপাতা ;
হয়েছো তুমি রাতের শিশির—
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার 'পর ;
তবুও পদ্মপত্রে এ-জল আটকে রাখা দায়।

নিত্য প্রেমের ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল
পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল ;
তোমার আলোয় আলো হলাম,
তোমার গুণে গুণ ;
অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ
জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হায়।

এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল :
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।
আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে ;
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার— জল নিয়ে তার নড়ে ;
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

১৯৪৬-৪৭

দিনের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা :
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে ;
কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে— মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।

অনেকেরই ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয়, তবু
নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব— অথবা যা নিলেমের নয়
সে-সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত ক'রে দু-জন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।
অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দু-জনের হাতে।
পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
অথবা মাটির দিকে— পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে
মিশে গিয়ে। পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হ'য়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিণীকে অধিকার ক'রে নিতে হবে
ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হ'য়ে যায়।

লীন হ'য়ে গেলে তারা তখন তো— মৃত।
মৃতেরা এ-পৃথিবীতে ফেরে না কখনো।
মৃতেরা কোথাও নেই ; আছে ?
কোনো-কোনো অঘ্রানের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের
হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই ব'লে মনে হয় ;

তাহ'লে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হ'তো।

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে— কিন্তু কার হাতে ?
আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে— কিন্তু কার তরে ?
হাত নেই— কোথাও মানুষ নেই ; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্তা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হ'তে পেরেছিলো প্রায় ; নিভে গেছে সব।

এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে ;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক
এ-পাড়ার বড়ো মেজো···ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত ,
এখন টুঁ শব্দ নেই সেই সব কাকপাখিদেরও ;
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয় ;
সময়ের হাতে অন্তহীন।

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হ'তো
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে— বিবাহের কিছু পরে   সন্তানের জন্মাবার আগে
সে-সব সন্তান আজ এ-যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা প'ড়ে
মৃতপ্রায় , আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির
প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে— অন্ধকারে জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না ; তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়

অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলো।

আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো ক'রে কথা ভাবা এখন কঠিন,
অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে, তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ ক'রে নেওয়ার রেওয়াজ
র'য়ে গেছে; সকলেই আড়চোখে সকলকে ছাখে।

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়— দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা: আমাদেরি আন্তরিকতাতে
আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্নার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়,
মানুষ মেরেছি আমি— তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি— তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে ক'রে অগ্রসর হ'য়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই ব'লে ঘুমাতেছে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—

আর তুমি ?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে— রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার ;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এণ্টালীর—'
কোথাকার কেবা জানে , জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব , ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে ,
সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এই সব প্রাণকণা জেগেছিলো— বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এই সব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে ।
সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে
রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে
সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে
কথা বলে ; কাকে বলে ? ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোনো-কিছু বলবার আগে
আধ-খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা ব'লে গিয়েছিলো ; তবু—
অনন্ত তো খণ্ড নয় ; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে ;
কেউ নেই, কিছু নেই— সূর্য নিভে গেছে ।

এ-যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে ।
আমরা এ-পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি ।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল

জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু— বেড়ে যায় শুধু;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই ব'লে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে, জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো— কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো: মানুষের বিহ্বল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত ক'রে দেয়— মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না— অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর— শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপ
বীতকাম হয় যাতে— এ-জীবন ধীরে-ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে; যেন দিকচিহ্নময় সমুদ্রের পারে
কয়েকটি দেবদারুগাছের ভিতরে অবলীন
বাতাসের প্রিয়কণ্ঠ কাছে আসে— মানুষের রক্তাক্ত আত্মায়
সে-হাওয়া অনবচ্ছিন্ন সুগমের— মানুষের জীবন নির্মল।
আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার
নেই আর? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই?
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো— তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।

মানুষের মৃত্যু হ'লে

মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

আজকের আগে যেই জীবনের ভিড় জমেছিলো
তারা ম'রে গেছে;
প্রতিটি মানুষ তার নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে
অন্ধকারে হারায়েছে;
তবু তারা আজকের আলোর ভিতরে
সঞ্চারিত হ'য়ে উঠে আজকের মানুষের সুরে
যখন প্রেমের কথা বলে
অথবা জ্ঞানের কথা—
অনন্ত যাত্রার কথা মনে হয় সে-সময়
দীপংকর শ্রীজ্ঞানের;
চলেছে— চলেছে—

একদিন বুদ্ধকে সে চেয়েছিলো ব'লে ভেবেছিলো।
একদিন ধূসর পাতায় যেই জ্ঞান থাকে— তাকে।
একদিন নগরীর ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে
বিজ্ঞানে প্রবীণ হ'য়ে— তবু— কেন অম্বাপালীকে
চেয়েছিলো প্রণয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠে!

চেয়েছিলো—
পেয়েছিলো শ্রীমতীকে কম্প্র প্রাসাদে:
সেই সিঁড়ি ঘুরে প্রায় নীলিমার গায়ে গিয়ে লাগে;
সিঁড়ি উদ্ভাসিত ক'রে রোদ;
সিঁড়ি ধ'রে ওপরে ওঠার পথে আরেক রকম
বাতাস ও আলোকের আসা-যাওয়া স্থির ক'রে কী অসাধারণ

প্রেমের প্রয়াণ ? তবু— এই শেষ অনিমেষ পথে
দেখেছে সে কোনো এক মহীয়সী আর তার শিশু ;
দু-জনেই মৃত।
অথবা কেউ কি নেই !

ওইখানে কেউ নেই।
মৃত্যু আজ নাবীনর্দামার কাথে ,
অন্তহীন শিশুফুটপাতে ;
আর সেই শিশুদের জনিতার কিউক্লীবতায়।

সকল রৌদ্রের মতো ব্যাপ্ত আশা যদি
গোলকধাঁধায় ঘুরে আবার প্রথম স্থানে ফিরে আসে
শ্রীজ্ঞান কী তবে চেয়েছিলো ?

সূর্য যদি কেবলি দিনের জন্ম দিয়ে যায়,
রাত্রি যদি শুধু নক্ষত্রের,
মানুষ কেবলি যদি সমাজের জন্ম দেয়,
সমাজ অস্পষ্ট বিপ্লবের,
বিপ্লব নির্মম আবেশের,
তাহ'লে শ্রীজ্ঞান কিছু চেয়েছিলো ?

নগরীর সিঁড়ি প্রায় নীলিমার গায়ে লেগে আছে ;
অথচ নগরী মৃত।
সে-সিঁড়ির আশ্চর্য নির্জন
দিগন্তরে এক মহীয়সী,
আর তার শিশু ,
তবু কেউ নেই।

ঢের ভারতীয় কাল— পৃথিবীর আয়ু- -শেষ ক'রে
জীবনের বঙ্গাব্দ পথের প্রান্তে ঠেকে,

পুনরুদ্‌যাপনের মতন আরেকবার এই
তেরোশো পঞ্চাশ সাল থেকে শুরু ক'রে ঢের দিন
আমারো হৃদয় এই সব কথা ভেবে
সৃষ্টির উৎস আর উৎসারিত মানুষকে তবু
ধন্যবাদ দিয়ে যায়।
কেননা সৃষ্টির নিহিত ছলনা ছেলে-ভুলোবার মতো তবু নয় ;
মানুষও ঘুমের আগে কথা ভেবে সব সমাধান
ক'রে নিতে চায় ;
কথা ভেবে হৃদয় শুকায় জেনে কাজ করে।

সময় এখনো শাদা জলের বদলে বোনভায়ের
নিয়ত বিপন্ন রক্ত রোজ
মানুষকে দিয়ে যায় ;
ফসলের পরিবর্তে মানুষের শরীরে মানুষ
গোলাবাড়ি উঁচু ক'রে রেখে নিয়তির
অন্ধকারে অমানব ;
তবুও গ্লানির মতো মানুষের মনের ভিতরে
এই সব জেগে থাকে ব'লে
শতকের আয়ু— আধো আয়ু— আজ ফুরিয়ে গেলেও এই শতাব্দীকে তারা
কঠিন নিস্পৃহভাবে আলোচনা ক'রে
আশায় উজ্জ্বল রাখে ; না হ'লে এ ছাড়া
কোথাও অন্য কোনো প্রীতি নেই।
মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো— আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হ'য়ে গেল জেনে নিতে আসে।

অনন্দা

এই পৃথিবীর এ এক শতচ্ছিদ্র নগরী।
দিন ফুরুলে তারার আলো খানিক নেমে আসে।
গ্যাসের বাতি দাঁড়িয়ে থাকে রাতের বাতাসে।
দ্রুতগতি নরনারীর ক্ষণিক শরীর থেকে
উৎসারিত ছায়ার কালো ভারে
আঁধার আলোয় মনে হ'তে পারে
এ-সব দেয়াল যে-কোনো নগরীব,
সন্দেহ ভয় অপ্রেম দ্বেষ অবক্ষয়ের ভিড়
সূর্য তারার আলোয় অঢেল রক্ত হ'তে পারে
যে-কোনোদিন ; সে কতবার আঁধার বেশি শানিত হয়েছে ;
বাহক নেই— দুরন্ত কাল নিজেই বয়েছে
নিজেরি শব নিজে মানুষ,
মানবপ্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে
সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে।

হৃদয় আছে ব'লেই মানুষ, দেখ, কেমন বিচলিত হ'য়ে
বোনভায়েকে খুন ক'রে সেই রক্ত দেখে আঁশটে হৃদয়ে
জেগে উঠে ইতিহাসের অধম স্থূলতাকে
ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞানপ্রতিভা আকাশ প্রেম নক্ষত্রকে ডাকে।

এই নগরী যে-কোনো দেশ, যে-কোনো পরিচয়ে
আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের বলয়ে
অন্তবিহীন ফ্যাক্টরি ক্রেন ট্রাকের শব্দে ট্র্যাফিক কোলাহলে
হৃদয়ে যা হারিয়ে গেছে মেশিনকণ্ঠে তাকে
শূন্য অবলেহন থেকে ডাকে।

'তুমি কি গ্রীস পোল্যাণ্ড চেক প্যারিস মিউনিক
টোকিও রোম ন্যুইয়র্ক ক্রেমলিন আটলান্টিক

লণ্ডন চীন দিল্লী মিশর করাচী প্যালেস্টাইন ?
একটি মৃত্যু, এক ভূমিকা, একটি শুধু আইন।'
বলছে মেশিন। মেশিনপ্রতিম অধিনায়ক বলে :
'সকল ভূগোল নিতে হবে নতুন ক'রে গ'ড়ে
আমার হাতে গড়া ইতিহাসের ভেতরে,
নতুন সময় সীমাবলয় সবই তো আজ আমি ;
ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে আমার স্বত্বাধিকারকামী ;
আমি সংঘ জাতি রীতি রক্ত হলুদ নীল ;
সবুজ শাদা মেরুন অশ্লীল
নিয়মগুলো বাতিল করি ; কালো কোর্তা দিয়ে
ওদের ধূসর পাটকিলে বফ্ কোর্তা তাড়িয়ে
আমার অনুচরের বৃন্দ অন্ধকারের বার
আলোক ক'রে কী অবিনাশ দ্বৈপ-পরিবার।

এই দ্বীপই দেশ ; এ-দ্বীপ নিখিল তবে।
অন্য সকল দ্বীপের হ'তে হবে
আমার মতো— আমার অনুচরের মতো ধ্রুব।
হে রক্তবীজ, তুমি হবে আমার আঘাত পেয়ে
অনবতুল আমির মতো শুভ।'

সবাই তো আজ যে যার অন্তরঙ্গ জিনিস খুঁজে
মানবভ্রাতাবোনকে বুকে টেনে নেবার ছলে
তাদের নিকেশ ক'রে অনির্বচন রক্তে এই পৃথিবীর জলে
নানারকম নতুন নামের বৃহৎ ভীষণ নদী হ'য়ে গেল ,
এই পৃথিবীর সব নগরী পরিক্রমা ক'রে
নতুন অভিধানের শব্দে ছন্দে জেগে সুপরিসর ভোরে
এ-সব নদী গভীরতর মানে পেতে চায়—
দিকসময়ের আতল রক্ত স্খলন ক'রে অনন্তপ্রতায় ,
বাস্তবিকই জল কি জলের নিকটতম মানে ?
অথবা কি মানবরক্ত বহন করি নির্মম অজ্ঞানে ?

কি আন্তরিক অর্থ কোথায় আছে ?
এই পৃথিবীর গোষ্ঠীরা কি পরস্পরের কাছে
ভাইয়ের মতো : সৎ প্রকৃতির স্পষ্ট উৎস থেকে
মানবসভ্যতার এই মলিন ব্যতিক্রমে জেগে উঠে ?
যে যার দেহ আত্মা ভালোবেসে অমল জলকণার মতন সমুদ্রকে এক মুঠে
ধ'রে আছে ?
ভালো ক'রে বেঁচে থাকার বিশদ নির্দেশে
সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে এসে
হিংসা গ্লানি মৃত্যুকে শেষ ক'রে
জেগে আছে ?

জেগে উঠে সময়সাগরতীরে সূর্যস্রোতে
তবুও ক্লান্ত পতিত মলিন হ'তে
কি আবেদন আসছে মানুষ প্রতিদিনই—
কোথার থেকে শকুনক্রান্তি বলে :
'জলের নদী ? জেগে উঠুক আপামরের রক্ত কোলাহলে !'

এ-স্বর শুরু হয়েছিলো কুরুবর্ষে— বেবিলনে ট্রয়ে ,
মানুষ মানী জ্ঞানী প্রধান হ'য়ে গেছে , তবুও হৃদয়ে
ভালোবাসার যৌনকুয়াশা কেটে
যে-প্রেম আসে সেটা কি তার নিজের ছায়ার প্রতি ?
জলের কলরোলের পাশে এই নগরীর অন্ধকারে আজ
আঁধার আরো গভীরতর ক'রে ফেলে সভ্যতার এই অপার আত্মরতি ;
চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হ'য়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।

যাত্রী

মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিলো কবে ;
পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
কুয়াশার যে-ইঙ্গিত ছিলো—
সেই সব ধীরে-ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিলো এখানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে— আলো জল আকাশের টানে
কেন যেন কাকে ভালোবেসে।

মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
এসেছে এ-পৃথিবীর দেশে ;
কঙ্কাল অঙ্গার কালি—চারিদিকে রক্তের ভিতরে
অন্তহীন করুণ ইচ্ছার চিহ্ন দেখে
পথ চিনে এ-ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে এলাম ;
কাকে তবু ?
পৃথিবীকে ? আকাশকে ? আকাশে যে-সূর্য জ্বলে তাকে ?
ধুলোর কণিকা অণুপরমাণু ছায়া বৃষ্টি জলকণিকাকে ?
নগর বন্দর রাষ্ট্র জ্ঞান অজ্ঞানের পৃথিবীকে ?

যেই কুজ্ঝটিকা ছিলো জন্মসৃষ্টির আগে, আর
যে-সব কুয়াশা রবে শেষে একদিন
তার অন্ধকার আজ আলোর বলয়ে এসে পড়ে পলে-পলে ;
নীলিমার দিকে মন যেতে চায় প্রেমে ,
সনাতন কালো মহাসাগরের দিকে যেতে বলে।

তবু আলো পৃথিবীর দিকে
সূর্য রোজ সঙ্গে ক'রে আনে

যেই ঋতু যেই তিথি যে-জীবন যেই মৃত্যুরীতি
মহাইতিহাস এসে এখনও জানেনি যার মানে ;

সেদিকে যেতেছে লোক গ্লানি প্রেম ক্ষয়
নিত্য পদচিহ্নের মতো সঙ্গে ক'রে ,
নদী আর মানুষের ধাবমান ধূসর হৃদয়
রাত্রি পোহালো ভোরে— কাহিনীর কতো শত ভোরে
নব সূর্য নব পাখি নব চিহ্ন নগরে নিবাসে ;
নব-নব যাত্রীদের সাথে মিশে যায়
প্রাণলোকযাত্রীদের ভিড় ;
হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে, অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।

স্থান থেকে

স্থান থেকে স্থানচ্যুত হ'য়ে
চিহ্ন ছেড়ে অন্য চিহ্নে গিয়ে
ঘড়ির কাঁটার থেকে সময়ের স্নায়ুর স্পন্দন
খসিয়ে বিমুক্ত ক'রে তাকে
দেখা যায় অবিরল শাদা কালো সময়ের ফাঁকে
সৈকত কেবলি দূর সৈকতে ফুরায় ;
পটভূমি বার-বার পটভূমিচ্ছেদ
ক'রে ফেলে আঁধারকে আলোব বিলয়
আলোককে আঁধারের ক্ষয়
শেখায় শুক্ল সূর্যে ; গ্লানি রক্তসাগরের জয়
দেখায় কৃষ্ণ সূর্যে ; ক্রমেই গভীর কৃষ্ণ হয়।

সে

আমাকে সে নিয়েছিলো ডেকে ;
বলেছিলো : 'এ-নদীর জল
তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল ;
সব ক্লান্তি রক্তের থেকে
স্নিগ্ধ রাখছে পটভূমি ,
এই নদী তুমি।'

'এর নাম ধানসিড়ি বুঝি ?'
মাছরাঙাদের বললাম ,
গভীর মেয়েটি এসে দিয়েছিলো নাম।
আজো আমি মেয়েটিকে খুঁজি ;
জলের অপার সিঁড়ি বেয়ে
কোথায় যে চ'লে গেছে মেয়ে।

সময়ের অবিরল শাদা আর কালো
বুনোনির বুক থেকে এসে
মাছ আর মন আর মাছরাঙাদেব ভালোবেসে
ঢের আগে নারী এক— তবু চোখ-ঝলসানো আলো
ভালোবেসে ষোলো আনা নাগরিক যদি
না হ'য়ে বরং হ'তো ধানসিড়ি নদী।

রাত্রি দিন

একদিন এ-পৃথিবী জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষায় বুঝি স্পষ্ট ছিলো, আহা
কোনো এক উন্মুখ পাহাড়ে
মেঘ আর রৌদ্রের ধারে
ছিলাম গাছের মতো ডানা মেলে— পাশে তুমি রয়েছিলে ছায়

১৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ‘সে’ কবিতার প্রথম খসড়া

একদিন এ-জীবন সত্য ছিলো শিশিরের মতো স্বচ্ছতায় ;
কোনো নীল নতুন সাগরে
ছিলাম— তুমিও ছিলে ঝিনুকের ঘরে
সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।

* * *

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয়
ক'রে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।

তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয় :
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ-হৃদয়।

আছে

এখন চৈত্রের দিন নিভে আসে— আরো নিভে আসে ;
এখানে মাঠের 'পরে শুয়ে আছি ঘাসে ;
এসে শেষ হ'য়ে যায় মানুষের ইচ্ছা কাজ পৃথিবীর পথে,
দু-চারটে— বড়ো জোর একশো শরতে ;

উর ময় চীন ভারতের গল্প বহিঃপৃথিবীর শর্তে হ'য়ে গেছে শেষ ;
জীবনের রূপ আর রক্তের নির্দেশ
পৃথিবীর কাম আর বিচ্ছেদের ভূমা— মনে হয়— এক তিলের সমান ;
কিন্তু এই চেয়ে থাকা, স্থিতি, রাত্রি, শান্তি— অফুরান।

চারিদিকে বড়ো-বড়ো আকাশ ও গাছের শরীরে
সময় এসেছে তার নীড়ে।

ভালো লাগে পৃথিবীর রূঢ় নষ্ট সভ্যতার দিনের ব্যত্যয় ;
অন্ধকার সনাতনে মিশে যাওয়া— কিন্তু মরণের ঘুম নয় ;

জেগে থাকা : নক্ষত্রের বাগীশ্বরী দ্যোতনার থেকে কিছু দূরে ;
পৃথিবীর অবলুপ্ত জ্ঞানী বন্ধুরে
এই স্তব্ধ মাটিতেই মিশে যেতে হ'লো জেনে তবু চোখ রেখে নীলাকাশে
শুয়ে থাকা পৃথিবীর মাধুরীর অন্ধকার ঘাসে।

দিনরাত

সারাদিন মিছে কেটে গেল ;
সারারাত বড্ডো খারাপ
নিরাশায় ব্যর্থতায় কাটবে ; জীবন
দিনরাত দিনগতপাপ

ক্ষয় করবার মতো ব্যবহার শুধু।
ফণীমনসার কাঁটা তবুও তো স্নিগ্ধ শিশিরে
মেখে আছে ; একটিও পাখি শূন্যে নেই ;
সব জ্ঞানপাপী পাখি ফিরে গেছে নীড়ে।

পৃথিবীতে এই

পৃথিবীতে এই জন্মলাভ তবু ভালো ;
ভূমিষ্ঠ হবার পরে যদিও ক্রমেই মনে হয়
কোনো এক অন্ধকার স্তব্ধ সৈকতের
বিন্দুর ভেতর থেকে কোনো

অন্ত দূর স্থির বলয়ের
চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে দুই শব্দহীন শেষ সাগরের
মাঝখানে কয়েক মুহূর্ত এই সূর্যের আলো।

কেন আলো? মাছিদের ওড়াউড়ি?
কেবলি ভঙ্গুর চিহ্ন মুখে নিয়ে জল
সুয়েজ হেলেস্‌পণ্ট প্রশান্ত লোহিতে
পরিণতি চায় এই মাছি মাছরাঙা
প্রেমিক নাবিক নষ্ট নাসপাতি মুখ
ঠোঁট চোখ নাক করোটির গন্ধ
স্পষ্ট এক নিরসনে স্থির ক'রে রেখে দেবে ব'লে;
চলেছে— চলেছে—

শিশির কুয়াশা বৃষ্টি ঝড়ের বিহ্বল আলোড়ন
সমুদ্রের শত মৃত্যুশীল ফাঁকি
ডানে-বাঁয়ে সারাদিন আবছা মরণ
ঝেড়ে ফেলে— ঝাপ্‌সায় বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে
আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘড়ি সূর্যের ঘড়ি
চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরুনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত
খানিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি চায়;

জলের মরণশীল চ্ছলচ্ছল শুনে
কম্পাশের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে
সমুদ্রকে সর্বদাই শান্ত হ'তে ব'লে
আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই— প্রেমে;
পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বার-বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে ব'লে

অদ্ভুত আঁধার এক

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই— প্রীতি নেই— করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

দু-দিকে

দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ
মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো
যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর— সে এসে মনকে নীল— রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো
কবে যেন— আজকে হারিয়ে গেছে সব ;
ভুলে গেছি পটভূমি— ভুলে গেছি কে যে সেই নারী
চারিদিকে গুঞ্জরিত হয়েছিলো কী সব গভীর পল্লব ;
যখনই আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী
হ'য়ে ওঠে— মনে হয় যেন কোনো হরিতের— নব হরিতের
সংগীতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মানুষের ভাষা
এ-জন্মের— আরো দূর জন্ম-জন্মান্তের মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি আলোর
ভালোবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নিচে
জ্বালিয়ে শ্যামসনীল ব্যথা হ'তে চায়।
আমি সেই মহাতরু— লাবণ্যসাগর থেকে নিজে

উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়—
পৃথিবীর আবহ কোলাহল ভেদ ক'রে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

তুমি আলো

তুমি আলো হতে আরো আলোকের পথে
চলেছ কোথায়!
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায়!
হয়তো আলোর ছায়া নেই,
আলো তুমি তবুও তো—
আলো তুমি ছায়ারও মনেই;
বাহিরে বিশাল ঐ পৃথিবীর জাতীয়তা অ-জাতীয়তায়
তুমি আলো।

তুমি আলো
যেইখানে সাগর-নীলিমা আজ মানুষের সন্দেহে কালো,
ভাইরা ব্যথিত হ'লে ভাইদের ভালো,
মানুষের মরুভূমি একখানা নীল মেঘ চায়।

তোমায় আমি দেখেছিলাম

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
সাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে—দিনের বেলার শেষে।

এখন তোমায় দেখি না তবু আর
সাতটি সাগর তের নদীর পার
যেখানে আছে পাঁচটি মরুভূমি
তার ওপারে গেছ কি তুমি
ঘাসের শান্তি শিশির ভালোবেসে !

বটের পাতায় সে কার নাম লিখে
[গভীর ভাবে] ভালোবেসেছিলো সে নামটিকে
হরির নাম নয় সে আমি জানি
জল ভাসে আর সময় ভাসে—বটের পাতাখানি
আর সে নারী কোথায় গেছে ভেসে।

তোমায় আমি

তোমায় আমি দেখেছিলাম ব'লে
তুমি আমার পদ্মপাতা হলে ;
শিশির কণার মতন শূন্যে ঘুরে
শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে
খুঁজে-খুঁজে পেলাম তাকে শেষে।

নদী সাগর কোথায় চলে ব'য়ে
পদ্মপাতায় জলের বিন্দু হ'য়ে
জানি না কিছু—দেখি না কিছু আর
এতদিনে মিল হয়েছে তোমার আমার
পদ্মপাতার বুকের ভিতর এসে।

তোমায় ভালোবেসেছি আমি, তাই
শিশির হয়ে থাকতে যে ভয় পাই,
তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে

চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে
শরীর যেমন মনের সঙ্গে মেশে।

জানি আমি তুমি রবে—আমার হবে ক্ষয়
পদ্মপাতা একটি শুধু জলের বিন্দু নয়।
এই আছে, নেই—এই আছে নেই—জীবন চঞ্চল ;
তা তাকাতেই ফুরিয়ে যায় রে পদ্মপাতার জল
বুঝেছি আমি তোমায় ভালোবেসে।

সবার ওপর

সবার ওপর তোমার আকাশ প্রতিম মুখে রয়েছে
সফল সকালের রৌদ্র।
মনে হয়, সৃষ্টির অগ্নিমরালী পৃথিবীকে বঞ্চিত করে যদিও,
পৃথিবী মানুষকে,
যুদ্ধের অবিস্মরণীয় প্রতিভা ভাইকে আকর্ষণ করে যদিও
ভাইবোনকে নিঃশেষ করে দেবার জন্যে,
রক্তনদীর ভিতর থেকে ফ'লে ওঠে সাদা মিনার,
মহৎ দার্শনিকের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে জেগে ওঠে খুলির বাটি,
নির্বোধ প্রণয়ীদের নবান্নরসে উপচে ওঠে কিনারা তার,
মিষ্টি, মলিন, রুক্ষ ভূকম্পহীন অন্নোৎসবে, জেগে ওঠে বাসনা
কৃষ্ণার শাড়ি টেনে নেয়ার,
সাম্রাজ্য ভেঙে যায়,—
হেমন্তের মেঘের মত মিলিয়ে যায় সম্রাটদের চীৎকার,
তবুও দুর্বার সৃষ্টির কুয়াশা সরিয়ে দেবার জন্যে তুমি
ডান হাত হলে তোমার ;
একটি কালো তিলের নিখুঁত থেকে অপরিমেয় পদ্মের মত
হলে তুমি তোমার বাম হাত।

সৃষ্টি ও সমাজের বিকেলের অন্ধকারের ভিতর
সকালবেলায় প্রথম সূর্য-শিশিরের মত সেই মুখ ;
জানে না কোথায় ছায়া পড়েছে আমার জীবনে, তার জীবনে,
সমস্ত অমৃতযোগের অন্তরীক্ষে।

ইতিবৃত্ত

একদিন কোন এক আঙ্গির গাছের ডালে সকালের রোদের ভিতর
সোনালি সবুজ এক ডোরাকাটা রাক্ষুসে মাকড়কে আমি
একটি মিহিনসুতো নিয়ে ঝুলে নির্জন বাতাসে
দেখেছি স্বর্গের থেকে পৃথিবীর দিকে এল নেমে,
পৃথিবীর থেকে ক্রমে চলে গেল নরকের পানে
হয়তো সে ঊর্ণনাভ নয়।
অগস্ত্যের মতো নানা আয়ুর সন্ধানে
চোখে তার লেগে ছিল ব্রহ্মার বিস্ময়।

ঢের আগেকার কথা এই সব—তখন বালক আমি পৃথিবীর কোনে
অশ্বত্থের ত্রিকোণ পাতায় যেন মনে হত বালিকার মুখ
মিষ্টি হয়ে নেমে আসে হৃদয়ের দিকে,
নদীর ভিতরে জলে যেন তার করুণ চিবুক
স্থিরতর কথা ভাবে—সমস্ত নদীর ঘ্রাণ আরো
অধিক উদ্ভিদ মাটি মাংস—ধূসর হয়ে থাকে ;
যেন আমি জলের শিকড় ছিঁড়ে একদিন হয়েছি মানুষ,
কাতর আমোদ সব ফিরে চায় আবার আমাকে।

পৃথিবীর ঘরে তবু ফিরে গিয়ে—অভিভাবনায়
সেগুন কাঠের শক্ত টেবিলের 'পরে
নীরবে জ্বেলেছি আলো ছিপছিপে ধূর্ত মোমের
তবুও যখন চোখ নেমে এল বইয়ের ভিতরে

এক—আধ—দুই ইঞ্চি ঘুমের ভিতরে ডুবে গেল,
কঠিন দানব এক দাঁড়াল মুখের কাছে এসে—
যেন আমি অপরাধে বিবর্ণ বালক
উলঙ্গ শরীর চুল—কিংবা তার ঘোটকীর লেজ ভালোবেসে

তবুও আকাশ থেকে পুনরায়—ধীরে
জলপাই ধূম্র এক ভোরবেলা উদ্গীরিত হলে
সকলের আগে ক্ষুদ্র জাগরূক বর্তুল দোয়েল
তখনো বাতাস পেয়ে জাগে নাই ব'লে
নদীর কিনার দিয়ে শঙ্খচূড় সাপের মতন
আমার এ শরীরের ছায়াকে বাঁকিয়ে নিতে গিয়ে
সহসা দেখেছি তুমি কর্কচের মতন আলোকে
শ্বেতকায়া সাপিনীর মতন দাঁড়িয়ে।

এখন ওরা

এখন ওরা ভোরের বেলা সবুজ ঘাসের মাঠে
হো-হো ক'রে হাসে—হো-হো হি-হি ক'রে,
অসংখ্য কাল ভোর এসেছে—আজকে তবু ভোরে
সময় যেন ঘোড়ার মত নিজের খুরের নাল
হারিয়ে ফেলে চমকে গিয়ে অনন্ত সকাল
হয়ে এখন বিভোর হয়ে আছে ;
মাঠের শেষে ঐ ছেলেটি রোদে
শুয়ে আছে ঐ মেয়েটির কাছে।

অনেক রাজার শাসন ভেঙে গেছে ;
অনেক নদীর বদলে গেছে গতি ;
আবহমান কালের থেকে পুরুষ-এয়োতি
এই পৃথিবীর ধুলোর দণ্ডে সোনা

সবার চেয়ে দামী ভেবে সুখের সাধনা
নষ্ট ক'রে গিয়েছে তবু লোভে ;
ওরা দুজন ভালোবাসে অনন্ত ভোর ভ'রে
এ ছাড়া আজ সকল সূর্য ডোবে।

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে

সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে
সময়ের হাত
সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয়—শুক্‌নো পাতার মত ঝরে নাক' বনে
ঝরে নাক' বনে
নক্ষত্রও নিবে যায়—মুছে যায় পৃথিবীর পুরাতন পথ
শেষ হয়—কমলার ফুল, বন, বনের পর্বত
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয় শুক্‌নো পাতার মত ঝরে নাক' বনে
ঝরে নাক' বনে।

কেন মিছে নক্ষত্রেরা

কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর ?   কেন মিছে জেগে ওঠে নীলাভ আকাশ ?
কেন চাঁদ ভেসে ওঠে : সোনার ময়ূরপঙ্খী অশ্বত্থের শাখার পিছনে ?
কেন ধুলো সোঁদা গন্ধে ভরে ওঠে শিশিরের চুমো খেয়ে—
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে ওঠে কাশ ?
খঞ্জনায়া কেন নাচে ?   বুলবুলি দুর্গাটুনটুনি কেন ওড়াউড়ি করে বনে বনে ?
আমরা যে কমিশন নিয়ে ব্যস্ত—ঘাটি বাঁধি—ভালবাসি নগর ও বন্দরের শ্বাস

ঘাস যে বুটের নীচে ঘাস শুধু—আর কিছু নয় আহা—
মোটর যে সবচেয়ে বড় এই মানবজীবনে
খঞ্জনারা নাচে কেন তবে আর—কিংবা বুলবুলি কেন ওড়াউড়ি করে বনে বনে ?

রবীন্দ্রনাথ

অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে কোন এক বলয়িত পথে
মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা
দেখেছি রাত্রির রঙে বিভাসিত হয়ে থেকে আপনার প্রাণের প্রতিভা
বিচ্ছুরিত ক'রে দেয় সঙ্গীতের মত কণ্ঠস্বরে।
হৃদয়ে নিমীল হয়ে অনুধ্যান করে
ময়দানবের দ্বীপ ভেঙে ফেলে স্বতাবসূর্যের গরিমাকে।
চিন্তার তরঙ্গ তুলে যখন তাহাকে
ডেকে যায় আমাদের রাত্রির উপরে—
পঙ্কিল ইঙ্গিত এক ভেসে ওঠে নেপথ্যের অন্ধকারে : আধো ভূত আধেক মানব
আধেক শরীর—তবু অধিক গভীরতর ভাবে এক শব।

নিজের কেন্দ্রিক গুণে সঞ্চারিত হয়ে উঠে আপনার নিরালোকে ঘোরে
আচ্ছন্ন কুহক, ছায়া কুবাতাস ;—আধো চিনে আপনার আত্ম চিনে নিতে
ফুরাতেছে—দাঁড়াতেছে—তুমি তাকে স্থির প্রেমিকের মত অবয়ব দিতে
সেই ক্লীববিভূতিকে ডেকে গেলে নিরাময় অদিতির ক্রোড়ে।
অনন্ত আকাশবোধে ভরে গেলে কালের দু'ফুট মরুভূমি।
অবহিত আগুনের থেকে উঠে যখন দেখেছ সিংহ, মেষ, কন্যা, মীন
রবিনে জড়ানো মমি—মমি দিয়ে জড়ানো রবিন,—
প্রকৃতির পরিবেদনার চেয়ে বেশী প্রামাণিক তুমি
সামান্য পাখি ও পাতা ফুল
মর্মরিত ক'রে তোলে ভয়াবহভাবে সৎ অর্থসঙ্কুল।
যে সব বিভ্রান্ত অগ্নি লেলিহান হয়ে ওঠে উনুনের অতলের থেকে

নরকের আগুনের দেয়ালকে গড়ে,
তারাও মহৎ হয়ে অবশেষে শতাব্দীর মনের ভিতরে
দেয়ালে অঙ্গার, রক্ত, এক্যুয়ামেরিন আলো এঁকে
নিজেদের সংগঠিত প্রাচীরকে ধূলিসাৎ ক'রে
আধেক শবের মত স্থির ;
তবুও শবের চেয়ে বিশেষ অধীর :
প্রসারিত হতে চায় ব্রহ্মাণ্ডের ভোরে ;
সেইসব মোটা আশা, ফিকে রং, ইতর ফানুষ,
ক্লীবকৈবল্যের দিকে যুগে যুগে যাদের পাঠাল দয়ামুগ্ধ।
সে সবের বুক থেকে নিরুত্তেজ শব্দ নেমে গিয়ে
প্রশ্ন করে যেতেছিল সে সময়ে নাবিকের কাছে :
সিন্ধু ভেঙে কত দূর নরকের সিঁড়ি নেমে আছে ?—
ততদূর সোপানের মত তুমি পাতালের প্রতিভা সেঁধিয়ে
অবারিতভাবে সাদা পাখির মতন সেই ঘুরুনো আধারে
নিজে প্রমাণিত হয়ে অনুভব করেছিলে শোচনার সীমা
মানুষের আমিষের ভীষণ গ্লানিমা,
বৃহস্পতি ব্যাস শুক্র হোমরের হায়রাণ হাড়ে
বিমুক্ত হয় না তবু—কি ক'রে বিমুক্ত তবু হয় :
ভেবে তারা শুক্ল অস্থি হ'ল অফুরন্ত সূর্যময়।

অতএব আমি আর হৃদয়ের জনপরিজন সবে মিলে
শোকাবহ জাহাজের কানকাটা টিকিটের প্রেমে
রক্তাভ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই অভিজ্ঞের দেশে
প্রবেশ ক'রেছি তার ভূখণ্ডের তিসি ধানে তিলে।
এখানে উজ্জ্বল মাছে ভ'রে আছে নদী ও সাগর :
নীরক্ত মানুষের উদ্বোধিত করে সব অপরূপ পাখি ;
কেউ কাকে দূরে ফেলে রয় না একাকী।
যে সব কৌটিল্য, কূট, নাগার্জুন কোথাও পায়নি সদুত্তর—
এইখানে সেই সব কৃতদার, ম্লান দার্শনিক
ব্রহ্মাণ্ডের গোল কারুকার্য আজ রূপালি, সোনালি মোজায়িক

একবার মানুষের শরীরের ফাঁস থেকে বা'র হয়ে তুমি :
(সে শরীর ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম গরীয়ান)
যে কোনো বস্তুর থেকে পেতেছে সাম্বিত সম্মান ;
যে কোনো সোনার বর্ণ সিংহদম্পতীর মরুভূমি,
অথবা ভারতী শিল্পী একদিন যেই নিরাময়
গরুড় পাখির মূর্তি গড়েছিল হাতির ধূসরতর দাঁতে,
অথবা যে মহীয়সী মহিলারা তাকাতে তাকাতে
নীলিমার গরিমার থেকে এক গুরুতর ভয়
ভেঙে ফেলে দীর্ঘছন্দে ছায়া ফেলে পৃথিবীর পরে,—
কবিতার গাঢ় এনামেল আজ সেই সব জ্যোতির ভিতরে।

অনেক মৃত বিপ্লবী স্মরণে

তারা সব মৃত।
ইতিহাসে তবুও তাদের
কেবলি বাঁচার প্রয়োজন ব'লে
তাদের উত্তর অধিকার
কোনো কোনো মানবের হাতে আসে।
তারা ম'রে গেছে।
সবারই জীবনে আলো প্রয়োজন জেনে
সকলের জন্যে স্পষ্ট পরিমিত সূর্য পেতে গিয়ে
তবুও বিলোল অন্ধকারে—
তারা আজ পৃথিবীর নিয়মে নীরব।

এই অই ব্যক্তির জীবনে
সুসময় শুভ অর্থ পরিচ্ছন্নতার
প্রয়োজন র'য়ে গেছে জেনে নিয়ে তারা,
তবুও, ব্যক্তির চেয়ে ঢের বেশি গহন স্বভাবে উৎসারিত
জীবন-কিসারী ক্ষুব্ধ জনতাসমুদ্র দেখেছিল।

সেইখানে এক দিন মানুষের কাহিনী জন্মেছে ;
বেড়ে গেছে ;
কাহিনীর মৃত্যু হয় নাই ;
কাহিনী ক্রমেই ইতিহাস ।
জীবনধারণে—জানি—তবু—
জীবনকে ভালো ক'রে অর্থময় ক'রে নিতে গিয়ে
ইতিহাস কেবলি আয়ত্ত হয়ে আলো পেতে চায় ।
নিজেদের আব্‌ছা ব্যক্তির মত মনে ক'রে তারা,
ইতিহাস স্পষ্ট ক'রে দিতে গিয়ে তবু,
আজ এই শতকের শূন্য হাতে শূন্যতার চেয়ে বেশি দান
দিয়েছিল হয়ত বা ।
দেয় নি কি ?
আজ এই হেমন্তের অন্ধকার রাতে
আমরা বিহ্বল ব্যক্তি,—তুমি—আমি—আরো ঢের লোক ;
মানুষ-সমুদ্রে ঠেকে অন্ধকার বিশ্বের মতন
তবুও সবার আগে নিজের আকাশ
নিজের সাহস স্বপ্ন মকরকেতন
আপনার মননশীলতা
গণনার প্রিয় জিনিসের মত মনে ভেবে নিয়ে
অন্য সকলের কথা ভুলে যাই ।

সকলের জীবনের শুভ উদ্‌যাপনের চেষ্টায়
সূর্যের সুনাম আরো বড় ক'রে দিতে গিয়ে তারা
নিজেদের বিষণ্ন সূর্যের কথা ভুলে গিয়েছিল ।
মানবের কথা বিরচিত হয়ে চলে—
সেই সব দূর আতুর ভঙ্গুর সুমেরীয় দিন থেকে আজ
জেনিভায়,—মস্কো—ইংলাণ্ড্—আত্‌লান্তিক চার্টারে,
ইউ-এন্‌-ওয়ের ক্লান্ত প্রৌঢ়তায়—সতর্কতায়,
চীন—ভারতের—সব শীত পৃথিবীর
নিরাশ্রয় মানবের আত্মার ধিকারে—অন্তর্দানে ।

হেমন্তের রাত আজ স্ফীততায়—জনতায়—নর্দমায়—ক্লেদে
লোভাতুর ক্রূর রাষ্ট্রসমাজের রতির নৈরাজ্যে
অসম্ভব অন্ধ মৃত্যুতে
ফুরোনো ধানের ক্ষেতে তবু
মৃত পঙ্গপালদের ভিড়ে
নরকের নিরাশার প্রয়োজন র'য়ে গেছে জেনে, তবু বলে :
'গভীর -গভীরতর তবুও জীবন—
নিজেদের দীনাত্মা ব্যক্তির মত মনে ক'রে ওরা
সকলের জন্যে সময়ের
সুন্দর, সীমিত আলো সঞ্চারিত ক'রে দিতে গিয়ে
প্রাণ দিয়েছিল।

জীবনধারণে, তবু জীবনের আরো বর্ণনীয়
ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে আরো সুস্থ—আরো প্রিয়তর
ধারণায় ইতিহাস ;—ইঙ্গিতের আরো স্পষ্টতায় ;
তবে তা' উজ্জ্বল হ'লে জীবন তবুও
নিরালোক হয়ে রবে কত দিন ;
কত দিন হতে পারে !'

আলোক পত্র

হে নদী আকাশ মেঘ পাহাড় বনানী,
সৃজনের অন্ধকার আবেগের উৎসের মতন
আজ এই পৃথিবীতে মানুষের মন
মনে হয় ; অধঃপতিত এক প্রাণী।

প্রেম তার সবচেয়ে ছায়া, নিরাধার
নিঃস্বতায়—অকৃত্রিম আগুনের মত

নিজেকে না চিনে আজ রক্তে পরিণত
হে আগুন, কবে পাব জ্যোতিঃদীপাধার।

মানুষের জ্ঞানলোক সীমাহীন শক্তি পরিধির
ভিতরে নিঃসীম;
ক্ষমতায় লালসায় অহেতুক বস্তুপুঞ্জে হিম;
সূর্য নয়—তারা নয়—ধোঁয়ার শরীর।

এ অঙ্গার অগ্নি হোক, এই অগ্নি ধ্যানালোক হোক;
জ্ঞান হোক প্রেম,—প্রেম শোকাবহ জ্ঞান
হৃদয় ধারণ ক'রে সমাজের প্রাণ
অধিক উজ্জ্বল অর্থে করে নিক অশোক আলোক।

কার্তিক-অঘ্রাণ ১৯৪৬

পাহাড়, আকাশ, জল, অনন্ত প্রান্তর:
সৃজনের কী ভীষণ উৎস থেকে জেগে
কেমন নীরব হয়ে রয়েছে আবেগে;
যেন বজ্রবাতাসের ঝড়
ছবির ভিতরে স্থির—ছবির ভিতরে আরো স্থির।
কোথাও উজ্জ্বল সূর্য আসে;
জ্যোতিষ্কেরা জ্ব'লে ওঠে সপ্রতিভ রাতে
আদি ধাতু অনাদির ধাতুর আঘাতে
নারীশিক্ষা হত যদি পুরুষের পাশে:
আকাশ প্রান্তর নীল পাহাড়ের মত
নক্ষত্র সূর্যের মত বিশ্ব-অন্তর্লীন
উজ্জ্বল শান্তির মত আমাদের রাত্রি আর দিন
হবে নাকি ব্রহ্মাণ্ডের লীন কারুকার্যে পরিণত।

আশা-ভরসা

ইতিহাসপথ বেয়ে অবশেষে এই
শতাব্দীতে মানুষের কাজ
আশায় আলোয় শুরু হয়েছিল বুঝি—শুভ্র কথা
বলা হতেছিল ;—রৌদ্রে জলে ভালোলেগেছিল
শরীরকে—জীবনকে ।

কিন্তু তবু সবি প্রিয় মানুষের হাতে
অপ্রিয় প্রহার হয়ে মূল্যহীন মানুষের গায়ে
আশ্চর্য মৃত্যুর মত মূল্য হয়—হিম হয় ।

মানুষের সভ্যতার বয়ঃসন্ধি দোষ
হয়তো কাটেনি আজো, তাই
এরকমই হতে হবে আরো রাত্রি দিন ;—
নক্ষত্র সূর্যের সাথে সঞ্চালিত হয়ে তবু আলোকের পথে
মৃত ম্যামথের কাছে কুহেলির ঋণ
শেষ ক'রে মানুষ সফল হতে পারে
উৎসাহ সংকল্প প্রেমে মূল্যের অক্ষুণ্ণ সংস্কারে ,
আশা করা যাক ।

সুধীরাও সেই কথা ভাবে,
আপ্রাণ নির্দেশ দান করে ।
ইতিহাসে ঘুরপথ ভুলপথ গ্লানি হিংসা অন্ধকার ভয়
আরো ঢের আছে, তবু মানুষকে সেতু থেকে সেতুলোক পার হতে হয়

উপলব্ধি

যা পেয়েছি সে সবের চেয়ে আরো স্থির দিন পৃথিবীতে আসে ;
আসে না কি ?
চারিদিকে হিংসা দ্বেষ কলহ রয়েছে ;
সময়ের হাত এসে সে সবের অমলিন, মলিন প্রেরণা
তবুও তো মুছে দিয়ে যেতে পারে,—ভাবি ।
সেই আদিকাল থেকে আজকের মুহূর্ত অবধি
মানুষের কাহিনীর যতদূর অগ্রসর হয়ে গেছে তাতে
প্রান্তে ঠেকে দেখছি কেবলি :
মলিন বালির দান নিয়ে তার মরুভূমি সূর্যের কিরণে দাঁড়াতে
শিখেছে অনেক দিন ;
তবুও তো
মানুষের কাছে মানুষের দাবি র'য়ে গেছে মনে ভেবে হৃদয়ে কুয়াশ
করুণ প্রশ্নের মত খেলা ক'রে গেছে ঢের দিন ।
আমাদের পায়ে চলার পথ ঘিরে অব্যক্ত ব্যথার
কংকার নচিকেতা—আজকের মানুষের হাড়
প্রাণের সমুদ্রে সুরে ফেনশীর্ষ ঢেউয়ের উপরে
সূর্যের দিগন্তে দেশে আমাদের তুলে নিতে চায় ;
নিঃসহায় ডুবুরির মতো ডুবে মরে ;
সমুদ্রপাখির শাদা, বিরহীর মতন ডানায়
সেই শূন্য অন্ধকার দিকের ভিতরে
আমাদের ইতিহাস পিরামিড ভেঙে ফেলে ;—
লণ্ডন—ক্রেমলিন গড়ে ।

কেবলি আশঙ্কা, বাধা, নিরাশার সম্মুখীন হয়ে
মানুষের মরণের সমুদ্রের ঢেউ
রূপান্তরিত করে নিতে চেয়ে মানুষের জীবনের সুর
জেনেছে কোথাও ভয় নেই—নেই—নেই ।

তবুও কোথাও ধর্মমন্দিরের অভয়পাণির সফলতা
আবার ভোরের সূর্যে সম্মুখে রবে না কোনো দিন।
কবের প্রথম অন্নপ্রাশনায় জেগে
শাদা পাতা খুলেছিল যারা,
গল্প লিখে গিয়েছিল ঢের,
আদি রৌদ্র দেখেছিল,
সিন্ধুর কল্লোল শুনে গিয়েছিল ঢের, দিয়ে গিয়েছিল,
আকাশের মুখোমুখি অন্য এক আকাশের মত যারা নীল হয়ে
রাত্রি হয়ে নক্ষত্রের মত হয়ে মিশে গিয়েছিল :
তারা আর তাদের মরণ আজ আমাদের
পাশের পথের নিচে যতদূর ভুল
তাহাদের অস্তসূর্য ততদূর আমাদের উদয়ের মতন অরুণ ;
শ্বেতাশ্বতর থেকে দীপঙ্কর অবধি সহজ শাদা স্বাভাবিক
মনে হয় ব'লে মৃত স্বভাবের মতন করুণ।
বিকেলের ক্ষয়ের ভিতরে এসে আজ তবে আমাদের দিন
আনিবার ইতিহাস অঙ্গারের প্রতিভাকে সঞ্চয়ের মত মনে ভেবে
মরণকে যা দেবার—জীবনকে যা দেবার সব
কঠিন উৎসবে—দীন অন্তঃকরণে দিতে হবে।

আলোপৃথিবী

ঢের দিন বেঁচে থেকে দেখেছি পৃথিবীভরা আলো
তবুও গভীর গ্লানি ছিল কুরুবর্ষে রোমে ট্রয়ে ;
উত্তরাধিকারে ইতিহাসের হৃদয়ে
বেশি পাপ ক্রমেই ঘনালো।

যে সরল মানুষ ও মনীষীরা এসে
হয়তো বা একদিন ক'রে দেবে ক্ষয় ;

আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয়
স্পষ্ট হতে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে।

কোথাও রয়েছে যেন অবিনশ্বর আলোড়ন :
কোনো এক অন্য পথে—কোন্ পথে নেই পরিচয় ;
এ মাটির কোলে ছাড়া অন্য স্থানে নয় ;
সেখানে মৃত্যুর আগে হয় না মরণ।

আমাদের পৃথিবীর বনঝিরি জলঝিরি নদী
হিজল বাতাবি নিম বাবলায় সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন ;   হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
ফেনিল বুদ্ধির দৌড় ;—আজকের মানবের নিঃসঙ্গতা যদি

সেসব শ্যামল নীল বিস্তারিত পথে
হ'তে চায় অন্য কোনো আলো কোনো মর্মের সন্ধানী,
মানুষের মন থেকে কাটাবে না তা হ'লে যদিও সব গ্লানি
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।

আমাদের পৃথিবী পাথলি ও নীলডানা নদী
আমলকী জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন ;—হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি ;—শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি

নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—
অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তাহ'লেও রবে ;—তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নব নব জলধারা—উজ্জ্বল জগতে।